CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-202 ■ 23 April, 2026 ■ আগরতলা ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ৯ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

পহেলগাম হামলার বর্ষপূর্তি

সন্ত্রাসীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র কখনও সফল হবেনা ঃ প্রধানমন্ত্রী

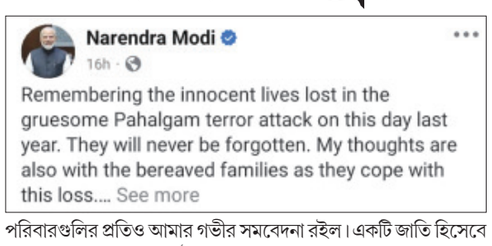

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার বলেছেন, গত বছর পহেলগামে সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত নিরীহ নাগরিকদের আত্মত্যাগ দেশ চিরদিন মনে রাখবে। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, ভারত কখনও কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদের কাছে নতি স্বীকার করবে না।

গত বছরের এই দিনে পহেলগামের ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় পাকিস্তান-সমর্থিত লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের হাতে নিহত ২৬ জনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত বছর আজকের দিনে পহেলগামের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলায় যে নিরীহ প্রাণগুলি হারিয়ে গিয়েছিল, তাঁদের আমরা স্মরণ করছি। তাঁরা কখনও বিস্মৃত হবেন না। শোকাহত পরিবারগুলির প্রতিও আমার গভীর সমবেদনা রইল। একটি জাতি হিসেবে আমরা শোক ও সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। ভারত কখনও সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না। সন্ত্রাসীদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা কখনও সফল হবে না।

২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল, পর্যটকেরা পরিবার-পরিজন, শিশুদের নিয়ে পাহালগামের বৈসারণ উপত্যকায় দিন শুরু করেছিলেন। হঠাৎ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির শব্দ প্রথমে আতশবাজির মতো মনে হলেও দ্রুতই সেই আনন্দঘন পরিবেশ রক্তাক্ত বিভীষিকায় পরিণত হয়।

জঙ্গিরা পর্যটকদের সারিবদ্ধ করে ঠান্ডা মাথায় গুলি চালায়। এক মহিলার সামনে তাঁর স্বামীকে হত্যা করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয় পরবর্তীতে জানা যায়, সন্ত্রাসীরা চেয়েছিল সেই নারী যেন দেশের কাছে এই নৃশংসতার কাহিনি তুলে ধরে।

এক স্থানীয় ঘোড়াওয়ালা জঙ্গিদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং বলেন, ইসলাম নিরস্ত্র মানুষের হত্যাকে অনুমোদন করে না। কিন্তু তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। জঙ্গিদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং তাদের প্রভুদের নির্দেশ ছিল নিরীহ মানুষকে হত্যা করা।

এই হামলায় সেনা বা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি লড়াই করার সাহস জঙ্গিদের ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, মানব ও প্রযুক্তিগত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে হামলাকারীদের চিহ্নিত করা হয়।

এই নৃশংস ঘটনা শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করে। বিশ্বজুড়ে শোক প্রকাশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী সশস্ত্র বাহিনীকে হামলার জবাব দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। 'অপারেশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩০ এপ্রিল ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি থাকা ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার নবম অধিবেশন আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ১১ টায় পুনরায় বসছে। ত্রিপুরা বিধানসভার কার্যপ্রণালী এবং নিয়মাবলী বিধির ১৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে বিধানসভার এই অধিবেশন পুনরায় আহবান করেছেন। রাজ্য বিধানসভার সচিব এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে বামেদের বিরুদ্ধে বিজেপির আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলতে থাকা হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি অবিলম্বে সন্ত্রাস বন্ধ করে রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান।

বিরোধী দলনেতা বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনোভাবেই সন্ত্রাস মেনে নেওয়া যায় না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হিংসার ঘটনা ঘটছে, তা গভীর উদ্বেগজনক। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা এবং বিজেপির প্রদেশ সভাপতির বক্তব্যেরও তীব্র প্রতিবাদ জানান।

তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপির পক্ষ থেকে সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের হামলায় বহু বিরোধী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। দোকানপাট ভাঙচুর, যানবাহন নষ্ট করা এবং বিরোধী দলের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে উল্লেখ করেন। জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, এসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবের কাছে জমা দেওয়া হলেও কোনো ধরনের ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়নি। অথচ বর্তমানে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় একতরফাভাবে ত্রাণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আরও বলেন, যদি ত্রাণ প্রদান করতে হয়, তবে শুধুমাত্র একটি দলের কর্মী-সমর্থকদের নয়, রাজ্যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সকলের জন্যই সমানভাবে ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া, এডিসি নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর করা মন্তব্যকেও উস্কানিমূলক বলে অভিহিত করে বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, এর ফলেই বর্তমান পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন তিনি।

সংখ্যালঘু ভোট রাজনীতি করতে গিয়ে দেশের নিরাপত্তা উপেক্ষা করছেন মমতা ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। সাম্প্রতিক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র পাওয়া গেছে। তারপরও জঙ্গি সন্ত্রাস দমনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রকে সহযোগিতা করছে না। কারণ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে ভারতের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করছেন। বর্তমানে এই বিষয়টি গোটা ভারতের কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সীমান্ত সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সহ ৪৪৭ কিলোমিটার সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও রাজ্য সরকার তাতে সহযোগিতা করেনি। তিনি অভিযোগ করেন, সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধে কেন্দ্রীয় বাহিনী পদক্ষেপ নিলেও রাজনৈতিক স্বার্থে তা কার্যকর হতে দেওয়া হচ্ছে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল শাসক দলের স্বার্থে ব্যবহার করছে ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল শাসক দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি বর্তমানে দলীয় তহবিল ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল ব্যবহারে অনিয়মের অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারকে তীব্রভাবে আক্রমণ শানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

তাঁর অভিযোগ, সাম্প্রতিক নির্বাচনোত্তর হিংসায় রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শুধুমাত্র বিজেপি কর্মীদেরই মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই পদক্ষেপকে পক্ষপাতদুষ্ট ও অনৈতিক। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় রাজনৈতিক হিংসা নতুন নয়। অতীতেও কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)-এর কর্মীরা আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তাঁদের ক্ষেত্রেও একইভাবে সাহায্য দেওয়া উচিত ছিল।

এডিসি নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তিপরা মথার সমর্থকদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাহায্য করা সরকারের দায়িত্ব হলেও তা কোনো নির্দিষ্ট দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ড শাসক দল, বিরোধী এবং সাধারণ মানুষ সকলের জন্য। এটি কোনোভাবেই নির্বাচনী বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে সরকারি বাসভবনে দুই বৈঠকে

আইন শৃঙ্খলা ও নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা রাজ্য জুড়ে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা এবং সাধারণ মানুষের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে আসা ভোট-পরবর্তী সহিংসতার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গতকাল গভীর রাতে তাঁর সরকারি বাসভবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে পৌরহিত্য করে এই নির্দেশনা জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

সম্প্রতি, টিটিএএডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। তিপ্রা মথা পার্টির সাথে জড়িত কিছু দুষ্কৃতি দলীয় সংশ্লিষ্টতার আড়ালে হিংসাত্মক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এরফলে বেশ কিছু বাড়িঘর ভাংচুর করা হয়েছে এবং বহু মানুষ আহত হয়েছে।

এই উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলায় আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনে ডা. মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ এপ্রিল ।। নির্বাচনোত্তর সহিংসতার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে বুধবার সিপাহীজলা জেলায় পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দিনভর বিভিন্ন আক্রান্ত এলাকা ঘুরে পরিস্থিতির সরেজমিনে খোঁজখবর নেন তিনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে সোনামুড়া মহকুমার বিজয়নগর এলাকায় পৌঁছান। সেখানে তিনি অভিযোগ অনুযায়ী আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেন।

এরপর তিনি বিশালগড় মহকুমার একাধিক এলাকা রামনগর, আমতলী এবং লুঙ্গতাংছড়া পরিদর্শন করেন। প্রতিটি এলাকাতেই তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে বিজেপি নেত্রীর বাড়ি ভাঙচুর শিলাছড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফরে রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। বক্সনগর বিধানসভার দয়ালপাড়া এডিসি ভিলেজে বিজেপি নেত্রী মহামায়া রানী দেববর্মার বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে শাসক-বিরোধী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা

দেরিতে আসায় বঞ্চিত বহু পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল ।। রাজ্যে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। নির্ধারিত সময়সূচি মেনে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণ চলছে। এরই মধ্যে একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ শুভদীপ পাল।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতিও সন্তোষজনক। তবে কিছু ক্ষেত্রে দেরিতে পৌঁছোনোর কারণে কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, "পরীক্ষার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি নেই। সেই নিয়ম মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।"

বোর্ডের পক্ষ থেকে আগেই পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে কেন্দ্রে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে পরীক্ষার্থীদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান চেয়ারম্যান।

উল্লেখ্য, রাজ্যের একাধিক কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 23-04-2026, 00:45

জাগরণ আগরতলা, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
৯ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাস ইসুতে কড়া বার্তা ভারতের

পহেলগাম হামলার বর্ষপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি করা বার্তা দিয়া বলেন সন্ত্রাসবাদের কাছে কোন ভাবে মাথা নত করিবেনা ভারত।এই বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহার বক্তব্যের মূল সুর ছিল দেশের নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব। প্রধানমন্ত্রী ওই হামলায় প্রাণ হারানো বীর জওয়ান এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারত তার বীরদের বলিদান বৃথা যাইতে দিবে না।মোদি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে,ভারত এখন আর কেবল রক্ষণাত্মক অবস্থানে নাই।সন্ত্রাসবাদের উৎস যেখানেই হোক, ভারত সেখানে আঘাত হানিতে সক্ষম।'সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত নয়'এই মন্ত্রই বর্তমান ভারতের বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতির মূল ভিত্তি।হামলার স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ দিয়া কাশ্মীরের উন্নয়ন স্তব্ধ করা যাইবে না। পহেলগামের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে শান্তি বজায় রাখিতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে সরকার বদ্ধপরিকর।তাঁহার এই বক্তব্য কেবল দেশের অভ্যন্তরে নয়, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চেও একটি কড়া বার্তা হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী দেশগুলোর মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদকে যে ভারত আর সহ্য করিবে না, তাহা তিনি আবারও স্মরণ করাইয়া দিলেন।প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিবার পাশাপাশি শত্রুপক্ষকে সতর্ক করিবার একটি শক্তিশালী প্রয়াস। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় কোনো প্রকার সমঝোতা করা হইবে নাএটাই ছিল তাঁহার বার্তার মূল নির্যাস।

পহেলগাঁও হামলার এক বছর পূর্ণ, 'সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত নয়', কড়া বার্তা মোদির। রক্তস্নাত পহেলগাঁও হামলার এক বছর পূর্ণ হইল আজ । গত বছরের সেই নারকীয় স্মৃতি হাতড়ে আজও কাপিয়া উঠিতেছে উপত্যকা তথা গোটা দেশ। গত ২২ এপ্রিল, ২০২৫ সালে দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের ওপর জঙ্গিদের বর্বরোচিত হামলায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন ২৬ জন। সেই ঘটনার প্রথম বর্ষপূর্তিতে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদননয়রিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে সাফ জানাইয়ায়ে দিলেন, ভারত কোনও অবস্থাতেই সন্ত্রাসবাদের কাছে মাথা নত করিবে না।

বুধবার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল 'এক্স'-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'গত বছরের এই দিনে পহেলগাঁওয়ে নৃশংস জঙ্গি হামলায় হারানো নিরপরাধ প্রাণগুলোকে স্মরণ করিতেছি। তাঁহারা চিরকাল আমাদের স্মৃতিতে থাকিবেন। শোকাতুর পরিবারগুলোর পাশে আমরা রহিয়াছি।' এরপরই তিনি লেখেন, 'একটি জাতি হিসেবে, আমরা শোক ও সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। ভারত কখনই কোনও ধরনের সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করিবে না। জঙ্গিদের হীন চক্রান্ত কখনও সফল হইবে না।'পহেলগাঁও হামলার পালটা জবাবে গত বছরের ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়াছিল ভারতীয় সেনা। সেই অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন সিন্দুর' । এদিন সেনার তরফেও এক কড়া বার্তায় বলা হইয়াছে, 'যখন মানবতার সব সীমা লঙ্ঘন করা হয়, তখন উত্তর হয় চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক। বিচার আমরা সুনিশ্চিত করি।'পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় মৃত পর্যটক এবং স্থানীয় ঘোড়াচালক আদিল শাহের স্মরণে তৈরি করা হইয়াছে কালো মার্বেলের এক স্মৃতিস্তম্ভ। লিডার নদীর তীরে সেই স্তম্ভ আজ ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। উপত্যকাজুড়িয়া আজ বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। পহেলগাঁওয়ের সেই স্মৃতি আজও ভারতের বিবেকে দংশন করে। তবে প্রধানমন্ত্রীর আজকের বার্তা এবং সেনার হুঁশিয়ারি বুঝাইয়ায়ে দিয়াছে যে, নতুন ভারত আঘাত সহ্য করিয়া চুপ থাকিবার নীতিতে আর বিশ্বাসী নয়।

তামিলনাড়ু ভোটের আগে কড়া নজরদারি, উদ্ধার ২ কোটি টাকা; প্রবাসী ভোটারদের ভিড় বাড়ছে

চেন্নাই, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কড়া নজরদারির মধ্যে চেন্নাইয়ের মাইলাপোর কেন্দ্র থেকে ২ কোটিরও বেশি অঘোষিত নগদ টাকা উদ্ধার করেছে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। ভোটের আগের এই অভিযানে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়েছে। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে মোতায়েন করা ফ্লাইং স্কোয়াড এই অভিযান চালায়। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ ও অবৈধ প্রলোভন রুখতেই রাজ্যজুড়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উদ্ধার হওয়া টাকা ভোটারদের মধ্যে বিলির উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, যা নির্বাচনী আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন। ইতিমধ্যেই এই অর্থের উৎস ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

অভিযানে উদ্ধার হওয়া নথি ও সামগ্রী থেকে বড় চক্রের ইঙ্গিত মিলতে পারে বলেও মনে করছেন তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, ভোটের আগে রাজ্যজুড়ে নগদ টাকা, মদ ও অন্যান্য প্রলোভনের সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে একাধিক জায়গায়। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ভোটকে সামনে রেখে তামিলনাড়ুতে প্রবাসী তামিলদের আগমনও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। চেন্নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত কয়েক দিনে যাত্রী সংখ্যা অনেক বেড়েছে বলে জানা গেছে।

গাল্ফ দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রবাসী ভোট দিতে দেশে ফিরছেন। প্রবাসী সংগঠনগুলির দাবি, ভোটে অংশগ্রহণের আগ্রহ এ বার অনেক বেশি।

অনেকেই শুধু ভোট দেওয়ার জন্যই সফরের পরিকল্পনা করেছেন, আবার কেউ কেউ ফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত দেশে থাকার পরিকল্পনাও করছেন। ভোটের আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি থাকায় গোটা রাজ্যে কড়া নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তৎপরতার মধ্যে ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে।

'পিসি-ভাইপো' আক্রমণে যোগী, বাংলায় পরিবর্তনের দাবি বিজেপির

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি দাবি করেন, রাজ্য 'অবনতির পথে' এগোচ্ছে এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবে মানুষ।

জোড়াসাঁকোয় এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ 'পিসি-ভাইপো' জুটি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে নিশানা করে বলেন, তাঁদের শাসনেই বাংলার "সমৃদ্ধি থেকে দুর্দশার দিকে পতন" হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের ঐতিহ্য ও পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের 'শহরে উর্দু প্রাধান্য পাবে' মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "রাজ্যের মর্যাদা নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারবে না।"

কাজাখস্তানে চালান নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা খান হলেও মুসলিম ছিলেন না চেঙ্গিস

বিশেষ প্রতিবেদন।। চেঙ্গিস খানের সামরিক কৌশল ছিল অত্যন্ত আধুনিক ও কার্যকরী। ইতিহাস তার চলার পথে ছড়িয়ে রাখে ভালোবাসা ও ঘৃণার গল্প। যুগে যুগে মানবপ্রেমী মহাপুরুষদের আগমনধ্বনি যেমন শোনা গিয়েছে, একই ভাবে ঘৃণার ধ্বজাধারীদেরও অভাব হয়নি। আজকের ইরান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে 'অত্যাচারী হানাদার' বলে দাগতে গিয়ে অতীতের প্রসঙ্গ টেনে আনছে। তাই আচমকাই উচ্চারিত হতে শুরু করেছে চেঙ্গিস খানের নাম। একই সঙ্গে বিস্ময়কর ও বিতর্কিত চিরচেনা এক চরিত্র। যাঁর আসল নাম ছিল তেমুজিন। কয়েকশো বছর আগে যে নিষ্ঠুর হত্যালীলা তিনি চালিয়ে গিয়েছেন, তা আজও তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘাতক সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে মনে রেখেছে। আজকের যুদ্ধবিধবস্ত ইরানেও তিনি উচ্চারিত হচ্ছেন সেই কারণেই। আরও একটা কারণ আছে। খোয়াড়েজম সাম্রাজ্যে যে নির্মম হানা চালিয়েছিলেন চেঙ্গিস, সেই সাম্রাজ্যের কিছুটা অংশ আজকের ইরানের মধ্যেই পড়ে। এছাড়াও তুর্কমেনিস্তান ও মধ্য এশিয়ার একটা বড় অংশ ছিল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

কিন্তু কেন এখানে হানা চালিয়েছিলেন চেঙ্গিস! স্রেফ রক্ত ও ক্ষমতার নেশায়? এমনটা বললে ভুল বলা হবে। এর নেপথ্যে রয়েছে একটা গল্প। সেটা ১২১৮ সাল। খোয়াড়েজম সাম্রাজ্যের ওতরার (আজকের কাজাখস্তান) শহরে প্রবেশ করল চেঙ্গিস প্রেরিত এক বাণিজ্য প্রতিনিধির দল। কিন্তু বণিকদের মোটেই ভালোভাবে নেয়নি ওতরার। দ্রুত একের পর এক প্রতিনিধিকে হত্যা করা হয়। কেবল একজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। যাতে তিনি গিয়ে মঙ্গোল শাসক চেঙ্গিসকে সেখবর দিতে পারেন! তবে চেঙ্গিস এহেন পরিস্থিতিতেও কূটনীতিকে প্রাধান্য দেন। তিনি দূতের দল পাঠান খোয়াড়েজমে। সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদের কাছে চেঙ্গিসের দাবি ছিল, তাঁর লোকেদের মৃত্যুর প্রতিদান। কিন্তু সুলতান রেগে মেজাজ হারালেন। প্রধান দূতেরও শিরশ্ছেদ করা হল। এবার আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারেননি চেঙ্গিস। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে সময় লাগল। মোটামুটি দু'বছর পরে বুখারা থেকে সমরখন্দ, মার্ভ, নিশাপুর ও হেরাতে সমস্ত মঙ্গোল সৈন্যকে একত্রিত করা সেযুগে চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। চেঙ্গিসের হানায় প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ নাকি প্রাণ হারান!

১২২৩ সালের মধ্যে সুন্নি মুসলমানদের সেই সাম্রাজ্যকে কার্যতই শ্মশানে পরিণত করেন তিনি। আর সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়েই মঙ্গোলরা ইরান, ইরাক এমনকী ইউরোপেও একাংশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। আসলে চেঙ্গিস খানের সামরিক কৌশল ছিল অত্যন্ত আধুনিক ও কার্যকর। ছিল দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী, নিখুঁত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ কৌশল। তাঁর সৈন্যরা দূরদূরান্তে দ্রুত আক্রমণ চালাতে পারত, যা শত্রুদের অপ্রস্তুত করে দিত। তিনি চিন, মধ্য এশিয়া, পারস্যসহ বহু অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন।

শৈশবে অবশ্য তেমুজিনের ভবিষ্যতের আঁচ মেলেনি। তাঁর বাবা মারা যান অল্প বয়সেই। পরিবারটি দারিদ্র ও অনিশ্চয়তার গহ্বরের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থাই তাঁকে দৃঢ়চেতা করে তোলে। মঙ্গোলদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ১২০৬ সালে তিনি 'চেঙ্গিস খান' উপাধি লাভ করেন, যার অর্থ 'সর্বজনীন শাসক'।

এই প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণাকে নস্যাৎ করা দরকার। সাধারণ্যে একটা ধারণা দিব্যি প্রচলিত রয়েছে যে, চেঙ্গিস খান আসলে ছিলেন মুসলিম। কিন্তু তা সত্যি নয়। মোটেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন না তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, তাহলে তাঁর পদবি খান হল কী করে? এপ্রসঙ্গে বলা যায়, খান ছিল তাঁর উপাধি। আর এই উপাধি এসেছে প্রাচীন মোঙ্গল শব্দ 'কায়ান' থেকে, যার অর্থ 'শাসক'। এই উপাধিটি ইসলামের আবির্ভাবেরও পূর্ববর্তী। চেঙ্গিসের নিজের ধর্মের নাম তেংরিবাদ। 'তেংরি' শব্দের অর্থ আকাশদেবতা। এই ধর্মবিশ্বাসের মূলে ছিল বিভিন্ন আত্মা বা প্রেতাত্মা। তবে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতা আকাশই।

মার্কিন লেখক হ্যারল্ড ল্যাম্বের লেখায় আছে, 'চেঙ্গিস খান নিজেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এক সাক্ষাৎ অভিশাপ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেন।' জানা যায়, বুখারা শহরের মসজিদে দাঁড়িয়ে চেঙ্গিস খান নিজেকে 'ঈশ্বরের অভিশাপ' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। এরপরই শহরটি লুণ্ঠিত হয়। শুরু হয় অবাধে হত্যালীলা। বাদ পড়েননি শহরটির অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধিরাও। এক্ষেত্রে আরও একটা কথা বলা দরকার। ১২১৯ খ্রিস্টাব্দেরও ঢের আগে মঙ্গোলরা মুসলিম সাম্রাজ্যে হানা দিয়েছিল। মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম চিনে তারা ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারা-খিটাই। এখানকার শাসক বৌদ্ধ হলেও জনতা ছিল মুসলিমরাই। তবে এই সব ধ্বংসলীলার সঙ্গে খোয়াড়েজমের তফাত রয়েছে। চেঙ্গিস খানের হামলার বৈশিষ্ট্যই এই যে, তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল গোটা অঞ্চলটাই। ওই হানার তীব্রতা এমনই ছিল যে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছিল।

তবে একথা ভাবলে ভুল হবে যে চেঙ্গিস কেবলই মুসলিমদের টার্গেট করেছিলেন। তিনি খ্রিস্টান, বৌদ্ধ থেকে শুরু করে নানা উপজাতিকেও নিশানা করেছিলেন। আসলে মঙ্গোলদের প্রতিশোধ ও শত্রুর বশ্যতা ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্যমাত্রায় থাকত না। আর এটা হাসিল করতে নিষ্ঠুর পদচারণায় বাকিদের গুঁড়িয়ে দিতে তারা পিছপা হত না।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা অন্য কথাও বলা যায়। মঙ্গোলরা ইরান দখল করে দীর্ঘদিন সেখানে শাসন কায়েম রাখতে পেরেছিল। বুখারা, সমরকন্দ এবং নিশাপুরের মতো প্রধান শহরগুলো ধ্বংস করে দেয় তারা। অবশিষ্ট ইরান নাকি দখল করেছিলেন চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান। কিন্তু এতদিন শাসন করলেও ইরানের জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পারস্য শৈলীতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ থেকে সেখানকার পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করা- মঙ্গোলরা ইরান দখল করলেও আসলে জয় করতে পারেনি। বরং নিজেরাই সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এমনই তীব্র সংক্রামক তেহরানের সাংস্কৃতিক গঠন। ফলে ইরান রয়ে গিয়েছে স্বাধীনই। আজকের ট্রাম্প- নেতানিয়াহুদের সঙ্গে চেঙ্গিসকে এক করে দেওয়ার সময়ও সেই ইতিহাস সাহস জুগিয়েছে ইরানকে।

ইতিহাসের স্বর ও লিপি

স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যার পর--- জীবদ্দশায় ওঁকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আমাদের পরিবারের ওতপ্রোত যোগাযোগ ছিল। তবে ওঁর শেষযাত্রা দেখেছি। মৃত্যুদিনটা ভীষণরকম স্পষ্ট মনে আছে। ১৯৪১, আগস্ট মাসের ৭ তারিখ। খবরের কাগজে রোজই বেরচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর। তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। সেদিন স্কুলে গিয়েই টের পেলাম অবস্থা অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশি থমথমে। এগারোটা-সাড়ে এগারোটা থেকেই ছোটাছুটি বাড়ল। স্কুলে টেলিফোন ছিল না, ছিল স্কুল সেক্রেটারির বাড়িতে, পাশেই। দু'-চারজন করে ছুটে যাচ্ছে খবর জানার জন্য। টেলিফোন লাইন তখন পাওয়া দায়, এদিকে ওই একটি লাইনের প্রবল চাহিদা। তাই অপারেটর নিজেই জানিয়ে দিচ্ছিল--- 'টেগোরসকন্ডিশন ইজ সিরিয়াস'। প্রথমের দিকে খবর ছিল এই। সুর পালটে গেল খানিকক্ষণের মধ্যেই--- টেগোরসকন্ডিশন ইজগ্রেভ--- এর কিছু পরেই বজ্রাঘাতের মতো এল ঘোষণা— 'টেগোর ইজনো মোর'। হ্যারিসন রোড আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ঠিক জাংশনে একটা বাড়ি ছিল, হয়তো এখনও আছে। ওই বাড়ি থেকেই অপারেটররা টেলিফোন রিসিভ করত এবং লাইন জয়েন করত। যাই হোক, স্কুলে খবরটা আসতেই পরিবেশ বদলে গেল। আমাদের বাংলার স্যর, আশুবাবু খবর শুনেই বলে উঠলেন, 'এই যে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন, আগামী ১০০ বছরের মধ্যে এমনটি আর কেউ আসবেন না।' স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আমরা চার-পাঁচজন ছাত্র ছুটলাম। জোড়াসাঁকোয় পৌঁছে ভিড় ঠেলে কোনওমতে উঠলাম মহর্ষি ভবনের দোতলায়। যে-ঘরে রবীন্দ্রনাথ শায়িত সে ঘরে চেষ্টা করেও ঢুকতে পারলাম না। প্রবল ভিড়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টাও পুরোপুরি সফল হয়নি। শেষমেশ বারান্দায় একপাশে এসে দাঁড়ালাম। চোখের সামনে দেখলাম বিচিত্রা ভবনের লোহার গেট একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ভিড়ের চাপে। আশ্চর্য ব্যাপার, রবীন্দ্রনাথের মরদেহ হঠাৎই একেবারে তড়িঘড়ি করে বের করে নিয়ে যাওয়া হল দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি দিয়ে সোজা ট্রামরাস্তায়। আমরাও দৌড়লাম। দেখি শবযাত্রা বাঁদিকে ঘুরে গেল আদি ব্রাহ্ম সমাজের দিকে। তখন আমরা গণেশ টকিজের পথ ঘুরে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের দিকে। একটা গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ ততক্ষণে খবর পেয়েছি, এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একরাশ জনতার ভিড় নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ইউনিভার্সিটির দিকে চলে গেল রবীন্দ্রনাথের শেষযাত্রা।

কিন্তু যতটা ভিড় বলা হয়, ততখানি জনসমুদ্র হয়নি কবিগুরুর শেষযাত্রায়। অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ের পথেও কিন্তু সারা কলকাতা ভেঙে পড়েনি। বরং এর পরের পর্বেই হয়েছিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা— একদল লোক বেলাগাম বর্বরতার সঙ্গে মরদেহের থেকে দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছিল। সেসব খবর আমরা পরে পেয়েছি। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে জনসমাগমের চেয়ে পরবর্তী সময়ে বিধানচন্দ্র রায়ের শেষযাত্রায় অনেকগুণ বেশি মানুষ যোগ দিয়েছিলেন বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

ততদিনে আমরা বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট থেকে চলে এসেছি ২৫-ই বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে। আমি তখন মাঝেমধ্যেই সিনেমা দেখতে যাই, বাড়িতে লুকিয়ে। অশোক কুমারের হিন্দি ফিল্ম দেখেছি প্যারাডাইসে, ছবি বিশ্বাসের 'প্রতিশ্রুতি' ছবিটা সিনেমা হলে বার তিনেক দেখা হয়ে গিয়েছে। ছবিবাবুর অ্যাক্টিং, ওঁর স্টাইল নকল করতে তখন আমাদের প্রজন্ম পাগল। অতটা প্রভাব আমাদের মধ্যে বোধহয় উত্তমকুমারও বিস্তার করতে পারেননি। পাশাপাশি গানের অনুষ্ঠানও শুনতে যাচ্ছি নিয়মিত। একদিন কলেজ স্ট্রিটের অ্যালবার্ট হলে (আজকের কফি হাউস) সরস্বতী রাণের গান শুনতে গিয়েছি। গান শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ। এমন সময় অনুষ্ঠানের এক উদ্যোক্তা মঞ্চে উঠে ঘোষণা করলেন, 'একটা খারাপ খবর আছে। ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।' খবরটা শোনামাত্র সকলের মধ্যে থাকা আনন্দের ভাবটা যেন হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল। পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হল। বোমার আতঙ্কে তখন কলকাতা কাঁপছে। রোজ সন্ধের সময় উৎকণ্ঠা। একদিন সত্যি সত্যি সাইরেন বেজে উঠল। বাড়িতে ধড়ফড়িয়ে সকলে নেমে এলাম সিঁড়ির তলায়। কানে তুলো গুঁজে জড়োসড়ো। হঠাৎ মনে হল প্লেনের আওয়াজ পাচ্ছি, শব্দটা বাড়ছে। কানে এল খানিক দূরে বিকট 'বুউউম' আওয়াজ। সে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়! খানিক বাদে প্লেনের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। অল ক্লিয়ার পেতে খানিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই। পরদিন ঘুম ভাঙতেই শুনি--- হাতিবাগানে বোমা পড়েছে। আমাদের বাড়ি থেকে সাত-আট মিনিটের পথ। ছুটলাম সেখানে। চারপাশে লোকের ভিড়। হাতিবাগান বাজারের মাঝখানে ছাদে একটা বড় আকারের গর্ত হয়ে গিয়েছে। খবর পেলাম, একজন আলুওয়ালা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, তার হাতের একখানা আঙুল নাকি বোমায় উড়ে গিয়েছে। বোমায় যে ধ্বংসস্তূপ দেখব বলে ভেবেছিলাম, ততটা গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি চোখে পড়েনি। কিন্তু কলকাতায় রাতারাতি ইভ্যাকুয়েশন শুরু হয়ে গেল। সব লোক পালাচ্ছে কলকাতা ছেড়ে। যাদের দেশ আছে তারা দেশে, যাদের নেই তারা মফস্সলের কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে। আমরাও পাততাড়ি গুটিয়ে চললাম বিষ্ণুপুর।

বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে বিকেলবেলায় ঘোড়ার গাড়িতে রওনা হওয়া গেল। বড়বাজারে এসে মনে হল, কলকাতা বুঝি সেদিনই খালি হয়ে যাবে। ঘোড়াগাড়ির মিছিল চলেছে হ্যারিসন রোডের উপর দিয়ে। গাড়ির মাথায় মাথায় মালপত্র ঠাসা। সবাই ছুটেছে হাওড়া স্টেশনের দিকে। স্টেশনে এক মজার ব্যাপার হয়েছিল, আমার ঠাকুমা ছিলেন সঙ্গে, ওঁকে দেখে ট্রেনে এক মেমসাহেব আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হু ইজ শি?' ইংরেজি জানলেও বলায় অতটা সড়গড় ছিলাম না। এদিকে কত্তামার ইংরেজিটা ভুলে মেরেছি, কোনওমতে বললাম, 'শি ইজ মাই ফাদারসমাদার!' মেমসাহেব হেসে বললেন, 'ওহ ইয়ু মিন গ্র্যান্ডমাদার?' আমার তখন খানিক আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে, মাথা নেড়ে বললুম, 'ইয়েস।'

বাবা তখনই আমাদের সঙ্গে যাননি, ওঁর সেদিন রেডিও প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু এমনই বরাত, সেদিন রাতেই বোমা পড়ল রেডিও স্টেশনের খুব কাছে, বাবা অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। সেবার বিষ্ণুপুরে পৌঁছে দেখা গেল আমাদের গোটা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় সকলেই এসে হাজির হয়েছেন পৈতৃক ভিটেয়। ওই যুদ্ধের আবহে বিষ্ণুপুরের ওস্তাদ পাড়া যেন হঠাৎ করেই তার জৌলুস ফিরে পেল। এত গাইয়ে-বাজিয়ের সমাগমে সুরে ভরপুর হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুর।

কলকাতায় ফিরে আসার কয়েক বছরের মধ্যে দেখলাম মন্বন্তর, চারিদিকে দু'মুঠো চালের জন্য হাহাকার। 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' হাঁকে ভরে গিয়েছিল কলকাতার অলিগলি। গলা দিয়ে খাবার নামতে চাইত না সে সময়ে। সেই ক্ষত শুকনোর সময় পেল না, বেধে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সে এক ভয়ংকর সময়। চোখের সামনে নিরীহ এক মুসলমানকে নির্মমভাবে খুন হতে দেখেছি রামধন মিত্তির লেনের কাছে। তখন বয়স পরিণত হওয়ায় এ জাতীয় ঘটনা মনকে ভীষণরকম নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। তারও অনেকটা পর স্বাধীনতা এসেছিল এক মধ্যরাতে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার, এই এতরকম পট-পরিবর্তনের মাঝেও আমার গানের চর্চা কিন্তু কখনও থেমে থাকেনি।

তারাপদ চক্রবর্তী আর আমির খান--- এই দু'জনের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। আমির খানের গান প্রথমবার শুনে আমি তো একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এত সূক্ষ্মভাবে, এত গভীরে গিয়ে গান করা— এভাবে খুব কম মানুষই দেখাতে পেরেছেন। সত্যিই আশ্চর্য গায়কি। আসলে গাইয়ে বাড়ির ছেলে হলে যে রকম করে সংগীতের ভিতরে ঢোকা যায়, সেই সুযোগ অন্যদের খুব একটা হয় না--- এই বিশ্বাসটা তখন থেকেই তৈরি হয়েছিল। বাড়িতে বাবা একটা গ্রামোফোন কিনেছিলেন, আর সেটা চালাতেন আমার কাকা— আমি তখন নিজে চালাতে পারতাম না। একদিন ফৈয়াজ খাঁ-র একটা রেকর্ড বাজালেন। যেভাবে তিনি সা-কে আন্দোলিত করে কোমল রে ছুঁয়ে রাগ টোড়ির রূপটা তুলে ধরলেন, সেটা শুনে দেখি কাকা যেন কেঁপে উঠলেন। তখনই প্রথম বুঝলাম, এই হচ্ছে সত্যিকারের ভালো গান। ভালো গানের এমনই মানসিক প্রভাব পড়ে--- এই শিক্ষাটা সেখান থেকেই। ফৈয়াজ খাঁ-র গান শুনেও নকল করতে খুব ইচ্ছে হত, কিন্তু বুঝতে পারতাম ও জিনিস সহজে হওয়ার নয়। অসাধারণ সে গায়কি!

গ্রামোফোন আসার পর থেকেই আসল শেখা শুরু— কাকে ভালো বলা হয়, কাকে মন্দ, সেই বোধ তৈরি হতে লাগল। ফৈয়াজ খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, নারায়ণরাও ব্যাস, পটবর্ধনের গান, এনায়েৎ খাঁ-র সেতার, ইমদাদ খাঁ-র সুরবাহার— এই সব শুনেই ভিত গড়ে উঠেছিল। ক্লাসিক্যাল গানের পাশাপাশি বাংলা আধুনিক গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, পুরাতনী গানও খুব শোনা হত। আঙুরবালা, ইন্দুবালার গান আমার মা শুনতে খুব ভালোবাসতেন। 'সাঁঝের তারকা আমি পথহারা হে', 'যদি চিরসুন্দর নাহি হবে গো', 'ফুলের বনে যায় রে চলে দিনগুলি' বা 'আমার জীবন নদীর ওপারে' গানগুলি ছিল ভীষণ প্রিয়। বাবার এক ছাত্র, প্রতাপদা, খুব ভালো কত্থক নাচ জানতেন, গাইতেনও চমৎকার। প্রতাপদার গলায় 'যতনে গাঁথা মোর কুসুমমালা, দিও না ফেলে' গানটিও বারবার শুনতে ইচ্ছে হত। তারপর তো পঙ্কজকুমার মল্লিক, কমল দাশগুপ্ত তাঁদের সুরের ঝরনাধারায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন আমাদের কৈশোর। ওয়েস্টার্ন কর্ড মিলেমিশে গেল ভারতীয় গানে। একটা সময় গলার কম্পন বা 'ট্রেমেলো' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল জগন্ময় মিত্রের মতো নামকরা শিল্পীদের গায়নের দৌলতে।

একবার হীরাবাই বরদেকর-এর গান ছিল ভদোদরার মিউজিক কলেজে। সেখানে নানাজি নামে এক ভদ্রলোক এমনভাবে মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন— মনে হচ্ছিল, মাথাটা বুঝি খুলেই যাবে! গান শেষ হতেই তিনি বললেন, 'অভি আপ মেহেরবানি করকে জয়জয়ন্তী শুনাইয়ে।' তখন হীরাবাই বললেন, 'তো ম্যায়নে ক্যায়া শুনায়া!' অর্থাৎ, এতক্ষণ তবে কী শুনলেন!

অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স নিয়ে একটা গল্প বলি। এটা শুনেছিলাম ভলেন্টিয়ার বীরেশ রায়ের থেকে। তখন এই প্রোগ্রাম হত কলেজ স্ট্রিটের কাছেই এক সিনেমাহলে। সেখানে এসে একদিন বড়ে গুলাম আলি খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, 'লালাবাবু (দামোদর দাস খান্না) কোথায়? ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' সংস্থার একজন জানালেন, লালাবাবু ভেতরে আছেন। তিনি ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই লালাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?' বড়ে গুলাম আলি বললেন, 'গুলাম আলি খাঁ। লাহোর থেকে এসেছি। আপনাকে চিঠিও দিয়েছিলাম— মনে নেই?' লালাবাবু তখন বললেন, 'এই বছর আর প্রোগ্রাম হবে না, আগামী বছরে হবে।' গুলাম আলি অনুরোধ করলেন, 'এত দূর থেকে এসেছি, আমায় খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন?'— অবশেষে কোনওভাবে তিনি সুযোগ পেলেন। সেদিন আগে হাফিজ আলি খাঁ-র সরোদ শেষ হল। তারপর গুলাম আলির গান হওয়ার কথা। কিন্তু হাফিজ আলি উঠে যেতেই পর্দা নামল, আর গুলাম আলি মঞ্চে এসে দেখলেন--- পুরো হল ফাঁকা, একজন শ্রোতাও নেই। তবু তিনি ভীমপলশ্রী ধরলেন। কী অপূর্ব সুর! এক আবর্তন শেষ করে চোখ খুলে দেখেন, পুরো হল ভরে গেছে। এই জায়গাটাই আসল, অহংকার থাকলে এমন করে গাওয়া যায় না। তাই শিল্পীর জন্য নিরহংকারী হওয়াটা খুব জরুরি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ দাশগুপ্তের মতো শিক্ষকদের ক্লাস করার সুযোগ হয়েছিল আমার। ফলে মনের মধ্যে গভীর সাহিত্যবোধ যে তৈরি হয়েছিল এতে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা আর শব্দের ব্যবহার আমাকে ভীষণ টানত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণে সেই একই ঝলক আমি পাইনি। তিনিও অত্যন্ত সুন্দর লেকচার দিতেন, কিন্তু শ্রীকুমারবাবুর ভাষার যে আকর্ষণ, তা আলাদা। একবার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে একটি সভায় শ্রীকুমারবাবুর বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স অনেকটাই হয়েছে, তবুও ভাষার সেই দীপ্তি একটুও ম্লান হয়নি। আমরা প্রত্যেকে স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম।

সেই সঙ্গে সুকুমার সেনেরও নাম করতে হয়। অমন পণ্ডিত মানুষ খুব কমই দেখেছি। গানচর্চা করতে গিয়ে তার নেপথ্যের বিজ্ঞানের প্রতি অসীম আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। প্রখ্যাত সংগীত-পরিচালক নচিকেতা ঘোষ ছিল আমার বন্ধুস্থানীয় এবং ডাক্তারির কৃতী ছাত্র। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১৫৭তম জন্মবার্ষিকীতে লেনিনকে স্মরণ করলো সিপিএম নেতৃবৃন্দ। ছবি নিজস্ব।

ডিএনএ পরীক্ষায় পিতৃত্ব প্রমাণিত না হওয়ায় শিশুর ভরণপোষণ নাকচ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): ডিএনএ পরীক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তির পিতৃত্ব প্রমাণিত না হওয়ায় নাবালিকা সন্তানের ভরণপোষণের আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আইনি অনুমানের চেয়ে প্রাধান্য পাবে।

বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি এন.কে. সিংয়ের বেঞ্চ দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে বহাল রেখে মহিলার দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেয়। হাইকোর্ট আগেই সন্তানের ভরণপোষণ নাকচ করলেও মহিলার নিজের ভরণপোষণের দাবি পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্ন আদালতে পাঠিয়েছিল।

মামলার সূত্রপাত এক বিবাদ থেকে, যেখানে আবেদনকারী মহিলা দাবি করেন যে তিনি গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে তাঁদের বিয়ে হয় এবং পরের মাসেই একটি সন্তানের জন্ম হয়।

দাম্পত্য কলহের পর মহিলা 'গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারীর সুরক্ষা আইন, ২০০৫'-এর অধীনে অন্তর্বর্তী ভরণপোষণের আবেদন করেন। এই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি পিতৃত্ব অস্বীকার করে ডিএনএ পরীক্ষার আবেদন করেন, যা আদালত মঞ্জুর করে। ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্টে স্পষ্ট হয় যে তিনি ওই সন্তানের জৈবিক পিতা নন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ট্রায়াল কোর্ট সন্তানের ভরণপোষণের আবেদন খারিজ করে, যা পরবর্তীতে আপিল আদালত ও হাইকোর্টও বহাল রাখে।

সুপ্রিম কোর্টে মূল বিতর্ক ছিল ভারতীয় প্রমাণ আইন-এর ১১২ নম্বর ধারার অধীনে বৈধ বিবাহে জন্মানো সন্তানের বৈধতার অনুমান নিয়ে। আদালত জানায়, এই বিধান শিশুকে অবৈধতার কলঙ্ক থেকে রক্ষা করতে তৈরি হলেও, যেখানে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে, সেখানে তা অগ্রাহ্য করা যায় না।

আদালত পর্যবেক্ষণ করে, "আইনের উদ্দেশ্য স্পষ্টশিশুকে সামাজিক কলঙ্ক থেকে রক্ষা করা। তবে যখন নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সামনে আসে, তখন তা প্রাধান্য পাবে।" এক্ষেত্রে ডিএনএ পরীক্ষা উভয় পক্ষের সম্মতিতে হয়েছে এবং তা নিয়ে পরে কোনও আপত্তি ওঠেনি, ফলে সেটি চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়েছে বলে জানায় আদালত।

খাড়গে 'সন্ত্রাসী' ও 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোরতা'র পার্থক্য বোঝেন না: উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন

বিদার (কর্ণাটক), ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে কটাক্ষ করে উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন মন্তব্য করলেন, তিনি নাকি 'সন্ত্রাসী' এবং 'সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোরতা'র মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না।

কর্ণাটকের বিদারে শ্রী চন্নবাসবাশ্রমে হিরেমঠ প্রতিষ্ঠান-এর ড. বাসবলিঙ্গ পট্টদেবরু মহাস্বামিজির অমৃত মহোৎসব অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, খাড়গের উপস্থিতিতেই এই মন্তব্য করেন উপরাষ্ট্রপতি।

রাধাকৃষ্ণন বলেন, "আমাদের খাড়গে জির সঙ্গে আমার সামান্য মত পার্থক্য আছে। কখনও কখনও মনে হয় তিনি সাদা-কালোর পার্থক্য করতে পারেন না, আবার কখনও সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোরতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। তবে তিনি আমার খুব ভালো বন্ধু।"

প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এআইএডিএমকে-বিজেপি জোটকে আক্রমণ করতে গিয়ে খাড়গে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'সন্ত্রাসী' বলে মন্তব্য করেন, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়।

পরে খাড়গে স্পষ্ট করেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে 'সন্ত্রাসী' বলতে চাননি, বরং বলতে চেয়েছিলেন যে তিনি মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে 'ভীতসন্ত্রস্ত' করছেন। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিজেপি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই ধরনের মন্তব্য দেশের ১৪০ কোটি মানুষের ম্যান্ডেটের অপমান।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীকে 'সন্ত্রাসী' বলা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দেশের মানুষের রায়ের অবমাননা।" তিনি আরও দাবি করেন, আসন্ন নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কায় কংগ্রেস নেতৃত্ব এ ধরনের মন্তব্য করছে।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও খাড়গের সমালোচনা করে বলেন, এই মন্তব্য জনজীবনের মানদণ্ডকে নিচে নামিয়েছে এবং তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে।

নন্দীগ্রামে ভোটারদের 'মারধরের' অভিযোগ ইসিআই-তে অভিযোগ জানাল তৃণমূল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটারদের মারধর ও ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস।

বুধবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে একটি লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। দলের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ) বিজেপির নির্দেশে কাজ করছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

অভিযোগপত্রে তৃণমূল দাবি করেছে, অবিলম্বে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করা উচিত।

মঙ্গলবার বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বিশেষ করে কাচারপুর এলাকায় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কোনও কারণ ছাড়াই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাদের মারধর করে। ঘটনায় এলাকার কিছু মহিলা প্রতিবাদও জানান।

স্থানীয় যুবক খোকন সাঁতরা জানান, "কাজের সূত্রে আমি হাওড়ায় থাকি। ভোট দিতে বাড়ি ফিরেছিলাম। কিছু বোঝার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা আমাকে মারধর করে।"

গ্রামবাসীদের দাবি, ঘটনায় অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। তাঁদের নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, সিআরপিএফের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং সাধারণ মানুষকে মারধরের একাধিক অভিযোগ উঠেছে। দলটি একটি ছবিকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে জানিয়েছে, এই আচরণ অনৈতিক এবং আইনবিরোধী।তৃণমূল আরও দাবি করেছে, শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর এই ধরনের আচরণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দিকেও আঙুল তুলে দলটি অভিযোগ করেছে, বিজেপি সিআরপিএফকে "স্পষ্টভাবে অপব্যবহার" করছে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে তৃণমূলের দাবি, অভিযুক্ত জওয়ানদের শোকজ নোটিস জারি করা হোক, তাঁদের সাসপেন্ড করা হোক এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করা হোক।

জার্মানিতে ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে বৈঠকে রাজনাথ তুলে ধরলেন ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি

বার্লিন, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): জার্মানির বার্লিনে ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁদের দুই দেশের মধ্যে "সবচেয়ে শক্তিশালী সেতু" হিসেবে অভিহিত করলেন। ব্যবসা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

বৈঠকে তিনি ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। অবকাঠামো, স্টার্ট-আপ, মহাকাশ গবেষণা এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনে ভারতের সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন। 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানো এবং আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যের কথাও জানান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্ব বেড়েছে উল্লেখ করে রাজনাথ সিং বলেন, "আগে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের কথা তেমন গুরুত্ব পেত না, কিন্তু এখন গোটা বিশ্ব মনোযোগ দিয়ে শোনে।" তিনি জার্মানিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বে তুলে ধরার এবং দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও জানান, ২০২৬ সালে ভারত-জার্মানি কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি হচ্ছে, যা পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

এর আগে, রাজনাথ সিং জার্মান সংসদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে বক্তব্য রাখেন। সেখানে ভারত-জার্মানি কৌশলগত সম্পর্ক এবং সদ্য স্বাক্ষরিত ভারত-ইইউ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। বার্লিনের হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধাও জানান তিনি। তিন দিনের সফরে জার্মানিতে পৌঁছে তাঁকে সামরিক সম্মান জানানো হয়।

এই সফরে তিনি জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বোরিস পিস্তোরিয়াসসহ শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা বাড়ানো, সামরিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ড্রোন প্রযুক্তির মতো উদীয়মান ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হবে।

এছাড়াও, প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা রোডম্যাপ এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

অগ্রগতি সত্ত্বেও তামিলনাড়ু ভোটে নারী প্রার্থী মাত্র প্রায় ১২ শতাংশ

চেন্নাই, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনে গত কয়েক দশকে নারী অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বাড়লেও এখনও প্রার্থীপদে পুরুষদেরই প্রাধান্য বজায় রয়েছে।

২৩ এপ্রিলের নির্বাচনে রাজ্য জুড়ে মোট ৪৪৩ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যেখানে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা ৩,৫৭৯। ফলে মোট প্রার্থীদের মধ্যে নারীদের অংশ প্রায় ১২ শতাংশের কাছাকাছি।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৭৭৮ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১১ জন ছিলেন নারী। ১৯৮৪ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৬। এরপর ২০০৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫৬-এ। ২০২১ সালের নির্বাচনে ৩,৯৯৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪১৩ জন ছিলেন নারী, যা নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা তুলে ধরে।

তবে সংখ্যায় বৃদ্ধি হলেও রাজনৈতিক দলগুলি এখনও সীমিত সংখ্যক নারীকে প্রার্থী করছে। এই সতর্ক মনোনয়ন কৌশলই অনেক ক্ষেত্রে নারীদের নির্বাচনী সাফল্যের হার বাড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৯৮৪ থেকে ২০১৬ সালের নির্বাচনী তথ্য অনুযায়ী, নারী প্রার্থীদের জয়ের হার পুরুষদের তুলনায় বেশি ছিল। অর্থাৎ, যেসব নারী প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যকই জয়ী হয়েছেন।

এছাড়া, প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার হারও নারীদের ক্ষেত্রে কম ছিল, যা তাদের নির্বাচনী পারফরম্যান্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণত সেই সব কেন্দ্রে নারী প্রার্থীদের দাঁড় করায়, যেখানে জয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে। ফলে সংখ্যায় কম হলেও তাঁদের সাফল্যের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

তথ্য থেকে আরও স্পষ্ট, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এখনও কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা রয়েছে এবং পুরুষরাই অধিকাংশ আসনে প্রাধান্য পাচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধুমাত্র নারী প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ালেই যথেষ্ট নয়, বরং দলীয় কাঠামো এবং নির্বাচনী সুযোগের ক্ষেত্রেও সমতা নিশ্চিত করা জরুরি।

তামিলনাড়ু যখন ভোটের মুখে, তখন নারী প্রার্থীদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি যেমন ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে, তেমনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতার লক্ষ্যে এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি রয়েছে।

ত্রিশূরের আতশবাজি বিস্ফোরণে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা কেরল সরকারের

ত্রিশূর, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): কেরলের ত্রিশূরের মুন্ডাথিক্কোডে ভয়াবহ আতশবাজি বিস্ফোরণ-কাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে মৃত ও আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্যাকেজও ঘোষণা করা হয়েছে।

বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী কে. রাজন জানান, ঘটনাটিকে 'রাজ্য-নির্দিষ্ট বিপর্যয়' হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

এই তদন্তের নেতৃত্ব দেবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সি.এন. রামচন্দ্রন নাইয়ার।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজন জানান, মৃতদের পরিবারকে মোট ১৪ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা এবং স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (এসডিআরএফ) থেকে ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। আহতদের প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার একটি আতশবাজি গুদামে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা গোটা রাজ্যে শোকের ছায়া ফেলেছে। এখনও পর্যন্ত ৯টি মৃতদেহ মর্গে আনা হয়েছে, যার মধ্যে ৭ জনের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে।

শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিশূরের পাঝায়ান্নুরের সুদর্শন (৫৪), পালাক্কাড়ের কাচুরের বাসুদেবন (৫৪), ত্রিশূরের কুন্ডান্নুরের সুবিন (৪০), এডাপ্পালের মানিকন্দন (৬০), মালাপ্পুরমের কুলাথুরের সুব্রহ্মণ্যন (৫০), চিরাক্কালের বিজিশ এবং কোট্টাপ্পুরামের মানিকন্দন (৩৩), যিনি আতশবাজি ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মৃতদেহ ছাড়াও ২৬টি মানবদেহের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে, যা শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছে। বাকি মৃতদের পরিচয় নিশ্চিত করতে ফরেনসিক পরীক্ষা চলছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় আতশবাজি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। বিচার বিভাগীয় তদন্তে বিস্ফোরণের কারণ, দায় নির্ধারণ এবং নিরাপত্তা বিধি মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

এদিকে প্রশাসন উদ্ধারকাজ, মৃতদের পরিচয় নির্ধারণ এবং ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে এটিকে কেরলের অন্যতম ভয়াবহ আতশবাজি দুর্ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পিথমপুর শিল্পাঞ্চলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ক্ষয়ক্ষতি কোটি টাকার আশঙ্কা

ধার/পিথমপুর, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার পিথমপুর শিল্পাঞ্চলের সেক্টর-৩-এ একটি বেসরকারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংস্থায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার ভোরে আগুনের সূত্রপাত হওয়ার পর মুহূর্তের মধ্যে পুরো কারখানা এলাকা দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে।

দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালালেও দীর্ঘ সময় ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। ঘন কালো ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিস্ফোরণের শব্দে গোটা শিল্পাঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ধার শহরের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট রবি সোনার জানান, "চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলছে, এখন তা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসছে এবং শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।"

আগুন দ্রুত পাশের দুটি কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বড় সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়। আগুনের তীব্রতায় একটি ডাম্পার ট্রাক এবং একটি আর্থমুভিং মেশিন সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং আশপাশের কারখানাগুলি খালি করে দেওয়া হয়। ফলে কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এই অগ্নিকাণ্ডে কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, যদিও সঠিক হিসাব এখনও জানা যায়নি।

সরকারি আধিকারিক, পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। দমকল বাহিনীর একাধিক ইউনিট এবং জলবাহী ট্যাঙ্কার মোতায়েন করা হয়েছে। ইন্দোর, ধার ও ধামনোদ থেকেও অতিরিক্ত দমকল বাহিনী আনা হয়েছে।

পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধার ও নিয়ন্ত্রণের কাজ জোরকদমে চালানো হচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তদন্তের পরই তা স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

পাহালগাম হামলার বর্ষপূর্তিতে রাষ্ট্রপতির বার্তা সন্ত্রাস দমনে অটল ভারত

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): পাহালগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রথম বর্ষপূর্তিতে নিহত নিরীহ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, এই ধরনের নৃশংসতা দেশের শান্তি ও ঐক্যের প্রতি অটল অঙ্গীকারকে নড়বড়ে করতে পারবে না।

বুধবার এক্স-এ পোস্ট করে রাষ্ট্রপতি লেখেন, "পাহালগাম সন্ত্রাসী হামলার শিকারদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। এই জঘন্য ঘটনায় নিরীহ প্রাণহানির বেদনাদায়ক স্মৃতি আমাদের সম্মিলিত চেতনায় চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। সমগ্র দেশ তাঁদের পাশে রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড আমাদের শান্তি ও ঐক্যের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতিকে বিচলিত করতে পারবে না। সব ধরনের সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

এদিন উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণনও নিহতদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, এই বর্বরোচিত হামলায় নিহতদের স্মৃতি জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং তাঁদের পরিবারের পাশে দেশ সর্বদা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জন নিহত হন। পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার সহযোগী সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' এই হামলা চালায়। নিহতদের মধ্যে ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় পনি-চালক ছিলেন, যিনি পর্যটকদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন।

হামলার পর ৬ ও ৭ মে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী 'অপারেশন সিন্দুর' চালিয়ে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিতে আঘাত হানে। এই অভিযানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কঠোর অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়।

বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফলের রস খেলেও বাড়তে পারে সুগার

ফল খাওয়া স্বাস্থ্যকরএ কথা সবাই জানে। কিন্তু শরীরের নানা অন্যান্য সমস্যার কারণে, অনেক সময় বিভিন্ন ফল খাওয়ার ক্ষেত্রেও জারি হয় ডাক্তারি নিষেধাজ্ঞা। তেমন একটি রোগ হলো সুগার। একবার এই রোগ শনাক্ত হলে, জারি হয় নানা বিধিনিষেধ। এমনকী গরমকালে প্রিয় আম খেলেও বাড়তে পারে শর্করার পরিমাণ। প্রশ্ন হলো ফলের রস কি রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায়? এই প্রশ্ন নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা ও বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, বিষয়টি যতটা সহজ মনে হয়, আসলে ততটা নয়। ১. ফলের রস আর ফল কেন আলাদা?

প্রথমত, ফলের রস ও সম্পূর্ণ ফলের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। সম্পূর্ণ ফলে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। যা শরীরে শর্করার শোষণ ধীর করে। কিন্তু ফলের রসে এই ফাইবার প্রায় থাকে না। তাই ফলে রস খেলে চিনি দ্রুত রক্তে মিশে যায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে।

২. ফলের রস কি ক্ষতিকর? তার মানে এই নয় যে ফলের রস সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পরিমিত পরিমাণে ১০০ শতাংশ খাঁটি ফলের রস খেলে, তা সরাসরি ডায়াবিটিসের কারণ হয় না। বরং সমস্যা হয় তখনই, যখন অতিরিক্ত পরিমাণে বা নিয়মিত বেশি রস খাওয়া হয়।

৩. কোনটা খাবেন? সম্পূর্ণ ফল খেলে শরীর ধীরে ধীরে শক্তি পায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। কিন্তু জুসে সেই নিয়ন্ত্রণ কম থাকে, কারণ এতে ফাইবার কম এবং প্রাকৃতিক চিনির ঘনত্ব বেশি। তাই বিশেষজ্ঞরা বেশিরভাগ সময় গোটা ফল খাওয়ার পরামর্শ দেন।

৪. সব জুস এক নয় গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, সব ধরনের জুস একই রকম প্রভাব ফেলে না। যেমন - আপেল বা আঙুরের মতো ফলের জুস রক্তে শর্করা দ্রুত বাড়াতে পারে, কিন্তু পাল্পযুক্ত জুস তুলনামূলক ভাবে ধীরে প্রভাব ফেলে। ডায়াবিটিস বা প্রিডায়াবিটিস থাকলে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ এই অবস্থায় শরীরের ইনসুলিন প্রতিক্রিয়া কম থাকে, ফলে জুস খেলে শর্করার ওঠানামা বেশি হতে পারে। তাই এই ধরনের ব্যক্তিদের জুস খাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।

৫. কোন নিয়ম স্বাস্থ্যকর? কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললে ফলের রস স্বাস্থ্যকর ডায়েটের অংশ হতে পারে। যেমন অল্প পরিমাণে (প্রায় ১ গ্লাস বা ৪—৬ আউন্স) জুস পান করা। খাবারের সঙ্গে জুস খাওয়া ভালো, যাতে প্রোটিন বা ফ্যাট শর্করা শোষণ ধীরে করে। চিনি যোগ করা জুস এড়িয়ে ১০০ শতাংশ প্রাকৃতিক জুস বেছে নেওয়া ভালো।

কী কারণে হারাতে পারে চোখের জ্যোতি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্ব জুড়ে প্রায় ২৮ কোটি মানুষ দৃষ্টিশক্তি বা চোখের সমস্যায় ভুগছেন। বয়স্কদের ক্ষেত্রে ছানি পড়ার সমস্যা অতি সাধারণ। তাই বলে এটা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই যে কম বয়সে চোখে ছানি পড়তে পারে না। চিকিৎসকরা বলছেন, অবহেলা আর সচেতনতার অভাবেই বেশির ভাগ মানুষ চিরতরে দৃষ্টি হারান। অথচ সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা হলে তার সিংহভাগই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

১. ছানি :--- বয়স্কদের মধ্যে অন্ধত্বের সবথেকে সাধারণ কারণ হলো ছানি। চোখের লেন্স ঘোলাটে হয়ে যাওয়ায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। ডায়াবেটিস বা চোখের আঘাত থেকেও ছানি হতে পারে। তবে বর্তমানে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য।

২. গ্লুকোমা :— একে বলা হয় 'দৃষ্টির নীরব ঘাতক'। চোখের ভেতরের চাপ বেড়ে গিয়ে অপটিক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো উপসর্গ ছাড়াই এটি ধীরে ধীরে দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ৪০ বছরের বেশি বয়সীদের নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করা জরুরি।

৩. ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি :— ডায়াবিটিস রোগীদেরও দৃষ্টিশক্তি হারানোর ভয় রয়েছে। এই সময় রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলে রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে রক্তনালিতে প্রহাদজনিত সমস্যা বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে তা অন্ধত্বের কারণে পরিণত হয়।

৪. এজ-রিলেটেড ম্যাকুলার ডিজেনারেশন — বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখের জ্যোতি কমে আসে। বয়স্কদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। রেটিনার কেন্দ্রে থাকা অংশ অর্থাৎ ম্যাকুলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. রিফ্র্যাক্টিভ এরর :— মায়োপিয়া বা হাইপারোপিয়ার মতো সমস্যা যে কোনও বয়সেই দেখা দিতে পারে। সময়মতো চশমা বা কন্ট্যাক্ট লেন্স না নিলে শিশুদের ক্ষেত্রে এটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিশক্তির সমস্যা তৈরি করতে পারে।

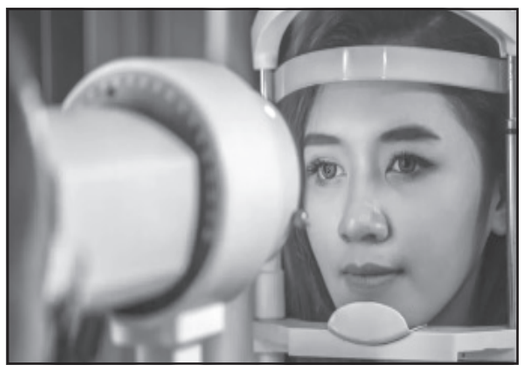

মিষ্টির গন্ধেও বাড়তে পারে ইনসুলিন

বেকারি বা মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় টাটকা কুকিজ বা জিলিপির সুগন্ধে জিভে জল আসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি কি জানেন, এই সুগন্ধ কেবল আপনার খিদে বাড়ায় না, বরং আপনার শরীরের ভিতরেও কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারে? বিশেষজ্ঞদের মতে, মিষ্টি খাবারের গন্ধ শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে বা এমন এক লালসা তৈরি করতে পারে যা সরাসরি চিনি খাওয়ার মতোই ক্ষতিকর হতে পারে। মূলত, আপনার ইন্দ্রিয়গুলি মস্তিষ্ককে এমন সংকেত পাঠায় যেন চিনি ইতিমধ্যেই শরীরে প্রবেশ করেছে। যাঁরা ডায়াবেটিস বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের জন্য এই সুগন্ধ কি সত্যিই ঝুঁকির?

মস্তিষ্ক এবং মিষ্টির সুগন্ধের রসায়ন

বিশেষজ্ঞের মতে, যখন আমরা কোনও মিষ্টির গন্ধ পাই, তখন মস্তিষ্কের ঘ্রাণ কেন্দ্র এবং রিওয়ার্ড সেন্টার একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে 'ডোপামিন' নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা আমাদের মনে আনন্দ দেয় এবং ওই খাবারটি খাওয়ার তীব্র ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে। কারও ক্ষেত্রে এটি সুখের স্মৃতি বা তৃপ্তির অনুভূতিও ফিরিয়ে আনতে পারে। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও ডায়াবিটিসে এর প্রভাব যাঁরা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে লড়াই করছেন, তাঁদের জন্য বারবার মিষ্টির সুগন্ধ পাওয়া বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

খিদের নিয়ন্ত্রণ হারানো--- মিষ্টির গন্ধ মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সিস্টেমকে উদ্দীপিত করে খিদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে এবং বারবার মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা তৈরি হয়।

মেটাবলিক রেসপন্স— শরীরের স্বাভাবিক নিয়মে খাবারের ঘ্রাণ পেলেই অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস সামান্য ইনসুলিন নিঃসরণ করতে শুরু করে। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত উদ্দীপনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করতে পারে।

রক্তে শর্করার অস্থিরতা— মিষ্টি খেয়ে নিলে রক্তে শর্করার মাত্রা হু হু করে বেড়ে যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। এটি কি খুব ঝুঁকিপূর্ণ? বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল মিষ্টির গন্ধ পাওয়া জীবনের জন্য চরম ঝুঁকির না হলেও, এটি যদি আপনাকে বারবার ভুল খাদ্যাভ্যাসের দিকে ঠেলে দেয়, তবে তা দুশ্চিন্তার বিষয়। বিশেষ করে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ডায়াবেটিস সামলানোর ক্ষেত্রে এই 'মানসিক ও শারীরিক ক্রেভিং' নিয়ন্ত্রণ করাই হলো সুস্থ থাকার প্রধান চাবিকাঠি। তাই সুগন্ধের ফাঁদে পা না দিয়ে নিজের ডায়েট চার্টে স্থির থাকা এবং সচেতন থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পাউরুটি টোস্ট ছাড়াও টোস্টার কাজে লাগাবেন কিভাবে

তেল ছাড়া স্বাস্থ্যকর পাঁপড় খেতে কে না ভালোবাসেন! কিন্তু গ্যাসে সরাসরি পাঁপড় সেঁকতে গেলে অনেক সময় পুড়ে যায়। এবার ট্রাই করুন টোস্টার। পাঁপড়টিকে মাঝখান থেকে হালকা ভাঁজ করে টোস্টারের স্লটে ঢুকিয়ে দিন। কয়েক মিনিটেই একদম কড়কড়ে মচমচে পাঁপড় তৈরি। এক ফোঁটা তেলও লাগবে না, অথচ স্বাদ হবে অতুলনীয়।

কিচেনের এক কোণে ধুলো জমা টোস্টারটিকে কি ব্রাত্য করে রেখেছেন? ভাবছেন ওটা তো শুধু সকালের ব্রেকফাস্টে পাউরুটি সেঁকার জন্য! ভুল ভাবছেন। আপনার রান্নাঘরের এই ছোট্ট যন্ত্রটি আসলে এক 'ছুপা রুস্তম'। পাউরুটি ছাড়াও এটি এমন কিছু কাজ করতে পারে, যা আপনার প্রতিদিনের রান্নার ঝক্কি কমিয়ে দেবে কয়েক গুণ। গ্যাস জ্বালানো বা বড় কড়াই গরম করার ঝামেলা এড়িয়ে টোস্টার দিয়েই সেরে ফেলুন ৫টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কীভাবে? জেনে নিন বিস্তারিত।

মচমচে পাঁপড় ভাজা--- তেল ছাড়া স্বাস্থ্যকর পাঁপড় খেতে কে না ভালোবাসেন! কিন্তু গ্যাসে সরাসরি পাঁপড় সেঁকতে গেলে অনেক সময় পুড়ে যায়। এবার ট্রাই করুন টোস্টার। পাঁপড়টিকে মাঝখান থেকে হালকা ভাঁজ করে টোস্টারের স্লটে ঢুকিয়ে দিন। কয়েক মিনিটেই একদম কড়কড়ে মচমচে পাঁপড় তৈরি। এক ফোঁটা তেলও লাগবে না, অথচ স্বাদ হবে অতুলনীয়।

পিৎজা হবে একদম ফ্রেশ— বেঁচে যাওয়া পিৎজা মাইক্রোওয়েভে গরম করলে অনেক সময় তা রবারের মতো হয়ে যায়। কিন্তু টোস্টারে পিৎজা গরম করলে তার ক্রাস্ট একদম দোকানের মতো ক্রিসপি থাকে। পিৎজার স্লাইসটি টোস্টারে দিন, তবে খেয়াল রাখবেন চিজ যেন গলে নিচে না পড়ে যায়। অল্প সময়েই আপনার পিৎজা হবে মুচমুচে।

ফ্রোজেন টিক্কি--- বারগার বানাবেন কিম্বা বিকেলের নাস্তায় টিক্কি খাবেন? ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করা ফ্রোজেন টিক্কি আর কড়াইয়ের তেলে ভাজার দরকার নেই। সরাসরি টোস্টারে দিয়ে দিন। এক-দুই মিনিটেই তেলের খরচ ছাড়াই সুন্দর ভাজা হয়ে যাবে আপনার টিক্কি। এতে ক্যালোরিও কমবে আর খেতেও হবে খাস্তা।

স্যান্ডউইচ— স্যান্ডউইচ মেকার নেই বলে আফসোস করবেন না। দুটি পাউরুটির মাঝখানে জ্যাম, পিনাট বাটার বা গার্লিক বাটার লাগিয়ে সাবধানে টোস্টারের স্লটে ঢুকিয়ে দিন। অল্প সময় পরেই পেয়ে যাবেন জিভে জল আনা গরম গরম ক্রিসপি স্যান্ডউইচ। ঝটপট ব্রেকফাস্টের জন্য এর চেয়ে ভালো বিকল্প আর কী হতে পারে!

ঠান্ডা পরোটা — সকালের তৈরি পরোটা বিকেলে ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে? বারবার তাওয়া গরম করার ঝামেলায় না গিয়ে পরোটাটি মাঝখান থেকে ভাঁজ করে টোস্টারে দিয়ে দিন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরোটা এমন নরম আর গরম হয়ে উঠবে, মনে হবে এইমাত্র উনুন থেকে নামানো হলো।

গবেষণা বলছে, ছোট ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্সের সঠিক ব্যবহার শুধু কাজকেই সহজ করে না, বরং বড় ওভেনের তুলনায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতেও সাহায্য করে। তাই আজই আপনার টোস্টারটির সঠিক ব্যবহার শুরু করুন।

দুধ ছাড়া চা খাওয়া কি সত্যিই ভালো?

চায়ের কাপে তুফান তোলা বাঙালির পুরনো অভ্যাস। তবে দুধ-চিনি মেশানো চায়ের চেয়ে স্রেফ লিকার চা শরীরের জন্য কতটা উপকারী তা জানেন কি? ক্যানসার প্রতিরোধ থেকে ওজন কমানো লিকার চায়ের গুণ শুনলে আপনিও আজ থেকে অভ্যাস বদলাতে চাইবেন। দেখে নিন লিকার চায়ের আটটি সেরা গুণ।

হৃৎপিণ্ডের সুরক্ষা: লিকার চায়ে থাকা থিয়াফ্লাভিন এবং থিয়ারুবিন নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ফলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক: লিকার চায়ে কোনো ক্যালরি থাকে না (যদি চিনি না মেশানো হয়)। এটি মেটাবলিজম বা বিপাক হার বাড়িয়ে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে, যা দ্রুত ওজন কমাতে কার্যকর।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: এই চায়ে প্রচুর পরিমাণে অ্যালকাইলামাইন নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি সিস্টেমকে শক্তিশালী করে তোলে।

ক্যান্সার প্রতিরোধে: লিকার চায়ে থাকা পলিফেনল শরীরের কোষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আটকায়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত লিকার চা পানে ফুসফুস, প্রোস্টেট ও কলোরেক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

হজমশক্তির উন্নতি: ভারী খাবার খাওয়ার পর লিকার চা পান করলে হজম প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এটি অন্ত্রের প্রদাহ কমাতে এবং গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

মানসিক প্রশান্তি ও মনোযোগ: লিকার চায়ে থাকে ''এল-থিয়ানিন'' নামক অ্যামিনো অ্যাসিড, যা মস্তিষ্ককে শিথিল করতে এবং মনঃসংযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। এটি স্ট্রেস বা মানসিক চাপ কমাতেও দারুণ কার্যকর।

দাঁত ও হাড়ের যত্ন: লিকার চায়ে থাকা ফ্লুরাইড দাঁতের ক্যাভিটি আটকায় এবং এনামেলকে শক্তিশালী করে। এছাড়া নিয়মিত এই চা পানে হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়, যা অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি কমায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: লিকার চা রক্তে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত আশীর্বাদস্বরূপ।

সুস্থ থাকতে কোন কোন স্বাস্থ্য পরীক্ষা আবশ্যিক

অনেক সময় কোনও বড় অসুখ শরীরে নিঃশব্দে বাসা বাঁধে এবং দীর্ঘ সময় কোনও স্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই বাড়তে থাকে। যার ফলে রোগ শনাক্ত করতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। আর এই কারণেই ৪০-এর পর নিয়মিত হেল্‌থ চেকআপ বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এতে অসুস্থতা শুরুর ধাপেই ধরা পড়ে এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয়।

কথায় বলে, 'চল্লিশেই চালশে'। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, ৪০ বছর বয়সটি হল শরীরের জন্য একটি সন্ধিক্ষণ। অনেক সময় কোনও বড় অসুখ শরীরে নিঃশব্দে বাসা বাঁধে এবং দীর্ঘ সময় কোনও স্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই বাড়তে থাকে। যার ফলে রোগ শনাক্ত করতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। আর এই কারণেই ৪০-এর পর নিয়মিত হেলথ চেকআপ বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এতে অসুস্থতা শুরুর ধাপেই ধরা পড়ে এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয়।

আরএমএল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ডিরেক্টর প্রফেসর ডাঃ সুভাষ গিরি জানান, শরীরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝার জন্য ৪০ বছরের পর কিছু পরীক্ষা নিয়মিত বিরতিতে করানো উচিত। এর মধ্যে রয়েছে, ব্লাড সুগার ও কোলেস্টেরল: ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে এই দুটি পরীক্ষা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

রক্তচাপ: উচ্চ রক্তচাপকে 'সাইলেন্ট কিলার' বলা হয়, তাই নিয়মিত বিপি মাপা জরুরি।

থাইরয়েড ও ভিটামিন টেস্ট: হরমোনের ভারসাম্য এবং শরীরে ভিটামিন ডি বা বি১২-এর মাত্রা ঠিক আছে কি না তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

হার্টের পরীক্ষা: চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইসিজি বা অন্যান্য হার্ট স্ক্রিনিং করানো যেতে পারে।

এই পরীক্ষাগুলি কেবল রোগ নির্ণয়ই করে না, বরং একজন ব্যক্তিকে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং ভবিষ্যতের বড় ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা জরুরি শুধুমাত্র পরীক্ষাগারে টেস্ট করানোই যথেষ্ট নয়, সুস্থ থাকতে প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল জীবনধারা। চিকিৎসকদের মতে, ৪০-এর পর ডায়েট চার্টে ফলমূল, শাকসবজি এবং পুষ্টিকর খাবার রাখা আবশ্যিক। এর পাশাপাশি:

শারীরিক কসরত: প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম, যোগব্যায়াম বা অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক প্রশান্তি: দিনে অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম নিশ্চিত করা এবং মানসিক চাপ বা স্ট্রেস কমানো অত্যন্ত জরুরি।

বর্জনীয় অভ্যাস: অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার, ধূমপান বা মদ্যপানের মতো অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। শরীরের ছোটখাটো কোনও সংকেতকেও এই বয়সে অবহেলা করা ঠিক নয়। কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিলে নিজে থেকে ওষুধ না খেয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। মনে রাখবেন, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সঠিক জীবনযাত্রা কেবল রোগমুক্ত রাখতেই সাহায্য করে না, বরং একটি দীর্ঘ ও প্রাণবন্ত জীবন উপহার দেয়।

গরমে সুস্থ থাকতে কতটা জল প্রয়োজন

এই অসহ্য গরমে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ জল ও খনিজ বেরিয়ে যায়। ফলে দেখা দেয় ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা, যা থেকে হিটস্ট্রোকের মতো মারাত্মক সমস্যাও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে জল খাওয়ার সঠিক পরিমাণ জানা অত্যন্ত জরুরি।

বৈশাখের তপ্ত রোদে নাজেহাল জনজীবন। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, গরমের দাপট এখনই কমছে না। এই অসহ্য গরমে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ জল ও খনিজ বেরিয়ে যায়। ফলে দেখা দেয় ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা, যা থেকে হিটস্ট্রোকের মতো মারাত্মক সমস্যাও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে জল খাওয়ার সঠিক পরিমাণ জানা অত্যন্ত জরুরি।

দৈনিক কতটা জল খাবেন?

সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ৩ থেকে ৪ লিটার জল পান করা উচিত। তবে এই পরিমাণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। যাঁরা দীর্ঘক্ষণ রোদে কাজ করেন বা শারীরিক কসরত করেন, তাঁদের জলের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশি। শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে জলের পরিমাণের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে, কারণ তাঁদের শরীর দ্রুত জলশূন্য হয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে। শরীরে জলের অভাব বুঝবেন কীভাবে? শরীর যখন জলশূন্য হয়ে পড়ে, তখন কিছু লক্ষণ প্রকট হয়- প্রস্রাবের রঙ গাঢ় হলুদ হওয়া। মুখ ও ঠোঁট বারবার শুকিয়ে যাওয়া। মাথা ঘোরা, ক্লান্তি এবং কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেলা। ত্বক খসখসে হয়ে যাওয়া। একবারে অনেকটা জল কি ঠিক? চিকিৎসকদের মতে, তেষ্টা মেটাতে একবারে অনেকটা জল না খেয়ে সারা দিন ধরে অল্প অল্প করে জল খাওয়া বেশি কার্যকর। দীর্ঘক্ষণ জল না খেয়ে থাকা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। রোদে বেরোনোর আগে অন্তত এক গ্লাস জল খেয়ে নেওয়া এবং সঙ্গে সবসময় জলের বোতল রাখা জরুরি। জলের বিকল্প কী হতে পারে? কেবল সাদা জল খেতে ভালো না লাগলে ডাবের জল, টাটকা ফলের রস (চিনি ছাড়া), ঘোল কিংবা লেবু-জল খাওয়া যেতে পারে। এতে জলের পাশাপাশি শরীরের প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের ভারসাম্য বজায় থাকে। তবে অতিরিক্ত চা, কফি বা কোল্ড ড্রিঙ্কস এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ এগুলি শরীরকে আরও বেশি জলশূন্য করে তোলে।

বিশেষ সতর্কতা— যাঁদের কিডনি বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জল পানের পরিমাণ নিয়ে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ

অতিরিক্ত জল পান তাঁদের জন্য অনেক সময় সমস্যার কারণ হতে পারে। সুস্থ থাকতে তেষ্টার জন্য অপেক্ষা না করে নিয়মিত ব্যবধানে জল পান করুন। প্রখর গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে এবং কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে জলই আপনার সেরা সঙ্গী।

পাহালগাম হামলার বর্ষপূর্তিতে জয়শঙ্করের বার্তা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অটল অবস্থান

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): পাহালগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রথম বর্ষপূর্তিতে নিহতদের স্মরণ করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই জারি রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর।

তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় বলেন, "গত বছর এই দিনে সংঘটিত পাহালগাম সন্ত্রাসী হামলার নিরীহ শিকারদের স্মরণে দেশবাসীর সঙ্গে যুক্ত হোন। সন্ত্রাসবাদের সব রূপ ও প্রকাশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

এর আগে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "গত বছরের এই দিনে পাহালগামে সংঘটিত ভয়াবহ হামলায় নিহত নিরীহ মানুষদের আমরা কখনও ভুলব না। তাঁদের পরিবারের পাশে আমরা রয়েছি।"

তিনি আরও জানান, "দেশ হিসেবে আমরা শোকাহত হলেও ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারত কখনও সন্ত্রাসবাদের কাছে মাথা নত করবে না।" উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার সহযোগী সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' এই হামলার দায় স্বীকার করে। হামলায় ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় পনি-চালক নিহত হন, যিনি পর্যটকদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন।

হামলার পর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ৬ ও ৭ মে 'অপারেশন সিন্দুর' চালায়, যেখানে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে আঘাত হানা হয়। এই অভিযানকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের 'শূন্য সহনশীলতা' নীতির গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়।এদিকে, বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন পাহালগামে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, যাতে শান্তিপূর্ণভাবে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

//TENDER NOTICE//

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned hereby invites sealed Tender/Quotation from the bonafide /registered suppliers/ contractors/authorized dealers, manufacturers for supply of QM Store items (Expendable, Electrical, Utensils, Construction, Sports, Clothing, Miscellaneous items etc.) for the financial year 2026-2027 covering the period from 01.04.2026 to 31.03.2027 to 13th Bn. Tripura State Rifles (IR-IX), Subashnagar, Kanchanpur, North Tripura.

02. The tender forms, terms & conditions as well as list of QM Store items etc. may be collected from (a) the office of the Commandant, 13th Bn. TSR(IR-IX), Subashnagar, Kanchanpur, North Tripura (b) Rear HQr (Signal center), 13th Bn TSR(IR-IX), A.D. Nagar, Agartala, West Tripura from 20.04.2026 to 05.05.2026 during office hours on cash payment of Rs. 200/- (Rupees Two hundred) only being the cost of above documents (non-refundable).

03. The tender will be received up to 1500 hrs till 05.05.2026 and will be opened on the same day at 1700 hrs.

(Narayan Roy Choudhury)
Commandant 13th Bn. TSR (IR-IX)

ICA/C-110/26

Sl No.	Name of Work
1	Notice Inviting short Quotation vide No. F.6-10/Store Article/ LPC/DFO-SPJ/2026/169-202 dated, 20/04/2026 for procurement of different category office articles for use under District Forest Officer, Sepahijala District.

NB: Terms and condition etc. may be collected from O/o the District Forest Officer, Sepahijala District and website of Tripura Forest Department.

ICA/C-104/26

District Forest Officer
Sepahijala District

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-02/EE/RDUD/G/ 2026-27 DATED-16/04/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 27/04/2026 for the following work-

1. Construction of Black top road from National Highway to Bandana Paul house at Tepania GP under Udaipur Division during FY 2025-26
2. Providing & Installation with Commisioning of 30KVA 3 phase Diesel Generator with RCC base and GCI sheet roofing and 02(Two) nos of Incubator[17000 capacity 02nos hatcher]machines for chick production in Gomati Tripura (As per PWD SOR-2021 electrification).
3. Construction of Health Sub Centre at Gangacherra under Kakraban RD block.
4. Construction of Cremation Shed(Samshan Ghat)at Jamjuri G.P under Kakraban RD Block.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-114/26

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA,
Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 03/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 18/04/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET NO	Estimated Cost	Earnest Money	Time Of Completion
1	Improvement of mad by RCC, slati, drain maintenance beside the F/0 Nanda Biswas at Gangail Aloran Sangha imder Ward No-14, AMC **D.N.I.ET No. 06/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 5,42,724/-	Rs. 10,854/-	60(Sixty) days
2	Improvement of road by RCC, slab, drain maintenance and allied works at Manasha goli (Gangail) under Ward No-14, AMC **D.N.LET No. 07/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 10,02,177/-	Rs. 20,044/-	60(Sixty) days
3	Improvement of road by RCC slab, drain maintenance and allied works at Manu Ghosh goli (Gangail Sankar Palli under Ward No-14, AMC **D.N.LET No. 08/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 11,73,809/-	Rs. 23,476/-	60(Sixty) days
4	Construction of RCC road including cover drain from the H/O Manik Dasgupta to the H/O Khukan Ghosh at Ramnagar-10 under Ward No-14, AMC. **D.N.L.E.T No. 09/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 21,35,682/-	Rs. 42,714/-	90(Ninety) Days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **24-04-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid: **24-04-2026 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

মোদীকে 'সন্ত্রাসী' মন্তব্যে খাড়গেকে কটাক্ষ, রাজনৈতিক শালীনতা ভঙ্গের অভিযোগ এমপি বিজেপির

ইন্দোর, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'সন্ত্রাসী' বলে মন্তব্য করা নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে তীব্র আক্রমণ করল মধ্যপ্রদেশ বিজেপি। দলটির মতে, এই মন্তব্য "দুর্ভাগ্যজনক" এবং রাজনৈতিক শালীনতার গুরুতর লঙ্ঘন।

মধ্যপ্রদেশ বিজেপি সভাপতি হেমন্ত খান্ডেলওয়াল বলেন, উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক নেতাদের জনসমক্ষে বক্তব্য রাখার সময় সংযম বজায় রাখা উচিত। "গণতন্ত্রে সমালোচনা স্বাভাবিক, তবে তা অবশ্যই শালীনতার সীমার মধ্যে থাকা দরকার," ইন্দোরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেন তিনি।

মঙ্গলবার গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও খাড়গের মন্তব্যের কড়া নিন্দা করে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, কংগ্রেস একের পর এক রাজনৈতিক ভুল করছে এবং তার মূল্যও দিচ্ছে।

যাদব আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেস অতীতের আচরণ থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরাজয়ের আশঙ্কায় দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করছে। তাঁর মতে, এই ধরনের মন্তব্য গণতান্ত্রিক পরম্পরাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং রাজনৈতিক আলোচনার মানকে নিচে নামায়।

উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুর নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে বিজেপি ও তাদের জোটকে আক্রমণ করতে গিয়ে খাড়গে প্রধানমন্ত্রীকে 'সন্ত্রাসী' বলে উল্লেখ করেন বলে অভিযোগ ওঠে, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মতভেদ গণতন্ত্রের অংশ হলেও ভাষার ক্ষেত্রে সংবিধানসম্মত সীমা ও শালীনতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ক্যাশ অন ডেলিভারি জালিয়াতি চক্র ভেঙে ১৭ জন গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): অনলাইনে 'ক্যাশ অন ডেলিভারি' ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে চলা সাইবার জালিয়াতি চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ। গড়িয়াহাট এলাকায় একটি কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে মোট ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৯ জন মহিলা।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযানে ৪৩টি মোবাইল ফোন, একাধিক সিম কার্ড, ল্যাপটপ এবং ওয়্যারলেস ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, এই চক্রটি অনলাইনে পণ্য অর্ডার করা গ্রাহকদের তথ্য সংগ্রহ করত, বিশেষত যারা 'ক্যাশ অন ডেলিভারি' অপশন বেছে নিতেন। এরপর প্রকৃত ডেলিভারির আগেই প্রতারকরা ফোন করে নানা অজুহাতে গ্রাহকদের স্ক্যান কোড বা মোবাইল নম্বরে টাকা পাঠাতে বলত। অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতারা সেই ফাঁদে পা দিয়ে আগাম টাকা পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু পরে আর কোনও পণ্য হাতে পেতেন না। পরবর্তীতে যখন আসল সংস্থার ডেলিভারি কর্মীরা পণ্য নিয়ে পৌঁছতেন, তখনই প্রতারণার বিষয়টি ধরা পড়ত।

পুলিশের মতে, এই ধরনের প্রতারণা এড়াতে 'ক্যাশ অন ডেলিভারি' ক্ষেত্রে পণ্য হাতে পাওয়ার পরেই মূল্য পরিশোধ করা উচিত। আগে কোনওভাবেই কিউআর কোড বা অন্য মাধ্যমে টাকা পাঠানো উচিত নয়।

একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে এই চক্রটির হদিশ পায় সাইবার পুলিশ। একটি কল সেন্টার ব্যবহার করে সম্ভাব্য শিকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতারণা চালানো হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই জালিয়াতি চক্রের আরও বিস্তৃত নেটওয়ার্কের খোঁজ চলছে।

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দিল্লি পুলিশের কনস্টেবল গ্রেফতার, উদ্ধার প্রায় ৪৯ লক্ষ টাকা

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দিল্লি পুলিশের অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেলের এক হেড কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল সিবিআই। অভিযুক্তের কাছ থেকে প্রায় ৪৮.৮৭ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত অজয় নামে ওই পুলিশকর্মী দ্বারকার অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেলে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ, এক মহিলাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখিয়ে প্রথমে ১৫ লক্ষ টাকা দাবি করেন তিনি। পরে দরদাম করে ২ লক্ষ টাকায় বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার কথা হয়। মঙ্গলবার ফাঁদ পেতে সিবিআই অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলে, যখন তিনি ওই ঘুষের টাকা গ্রহণ করছিলেন।

এরপর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অঘোষিত নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।

সিবিআই জানিয়েছে, ২১ এপ্রিল এই বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং এরপরই অভিযানে নামে তদন্তকারী দল।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লি পুলিশের একাধিক কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মার্চ মাসে রোহিণীতে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আদায়ের অভিযোগে দুই পুলিশকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ দিল্লিতে এক সাব-ইনস্পেক্টরকে ১০ লক্ষ টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগে আটক করা হয়।

সিবিআই জানিয়েছে, সরকারি কর্মীদের মধ্যে দুর্নীতি দমনে তারা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং নাগরিকদেরও এ ধরনের অভিযোগ জানাতে আহ্বান জানিয়েছে।

ধৃত পুলিশকর্মীকে বুধবার বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করা হবে। এই ঘটনায় আরও কারও জড়িত থাকার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

বিহার সরকারে দুর্নীতি ও আর্থিক বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): বিহারের শাসক এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে বড়সড় দুর্নীতি ও আর্থিক অপব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব।

বুধবার এক্স-এ করা বিস্তারিত পোস্টে তিনি দাবি করেন, নির্বাচনের সময় জনসাধারণের অর্থ নির্বিচারে খরচ করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্যের কোষাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছে।

তাঁর অভিযোগ, বর্তমানে সরকার কার্যত ঋণের ওপর নির্ভর করে চলতে বাধ্য হচ্ছে এবং প্রশাসন গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে। সাম্প্রতিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকাকেই তিনি এই সংকটের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

তেজস্বীর দাবি, নির্বাচনের আগে শেষ কয়েক দিনে প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যা একটি "অকার্যকর ব্যবস্থার" মাধ্যমে হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।

তিনি আরও বলেন, আর্থিক বিশৃঙ্খলার কারণে সরকার সামাজিক পেনশন, স্টুডেন্ট ক্রেডিট স্কিম, বৃত্তি, এমনকি কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন দিতেও সমস্যায় পড়ছে।

তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, বর্তমানে বিহারের ঋণের পরিমাণ ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি এবং শুধু সুদের খাতেই প্রতিদিন ১০০ কোটির বেশি টাকা খরচ হচ্ছে।

কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে তিনি দাবি করেন, প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার ব্যবহার সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়া হয়নি, যা স্বচ্ছতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলছে। এছাড়াও, ৯২,১৩২ কোটি টাকা কীভাবে খরচ হয়েছে তার স্পষ্ট হিসাব নেই বলেও অভিযোগ করেন তিনি।রাজ্যের সার্বিক শাসনব্যবস্থা নিয়েও তীব্র সমালোচনা করে তেজস্বী বলেন, দিশাহীনতার কারণে উন্নয়ন কার্যত থমকে গিয়েছে।যদিও এই অভিযোগগুলি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত রয়েছে। শাসক এনডিএ জোট আগেও এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, রাজ্যের শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সঠিক পথে রয়েছে।

আই-প্যাক তল্লাশি বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, 'গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে'

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): আই-প্যাক অফিসে তল্লাশি ঘিরে বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে তীব্র মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, চলমান তদন্তে এ ধরনের হস্তক্ষেপ গণতন্ত্রকে "বিপন্ন" করতে পারে।

বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র ও বিচারপতি এন. ভি. অঞ্জারিয়ার বেঞ্চ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দায়ের করা একাধিক আবেদনের শুনানির সময় এই মন্তব্য করে। ইডি অভিযোগ করেছে, কলকাতায় রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাকের অফিসে তল্লাশির সময় বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ও কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

শুনানিতে আদালত মন্তব্য করে, "কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি তদন্তের মাঝখানে ঢুকে পড়েন, তাহলে তা গণতন্ত্রকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে। এটিকে শুধু রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে বিরোধ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

আদালত আরও জানায়, বিষয়টি কেবল কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ নয়, বরং একজন ব্যক্তির আচরণ, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে আছেন, তা গোটা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে।

অন্যদিকে, রাজ্য পুলিশের পক্ষে সওয়াল করে আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী যুক্তি দেন, ইডি এই বিষয়ে সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদন করতে পারে না এবং এটি কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ হিসেবে ১৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় বিবেচিত হওয়া উচিত।

রাজ্য সরকারের পক্ষে অভিষেক মনু সিংভিও একই যুক্তি তুলে ধরেন। তবে আদালত এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়নি।

এর আগে ১৫ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের করা এফআইআরগুলিতে স্থগিতাদেশ দেয় এবং সিসিটিভি ফুটেজসহ সমস্ত ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হলফনামায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করতেই তিনি সীমিত সময়ের জন্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। হলফনামায় বলা হয়েছে, ৮ জানুয়ারি তিনি লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাসভবন এবং বিধাননগরের আই-প্যাক অফিসে যান, যেখানে দলের নির্বাচনী কৌশল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত ছিল।

তিনি জানান, ইডি আধিকারিকদের অনুরোধ করে কিছু ডিভাইস ও নথি উদ্ধার করে তিনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন এবং তল্লাশি প্রক্রিয়ায় কোনও বাধা সৃষ্টি করেননি।

এছাড়া, তৃণমূল বা দলের কোনও নেতা ওই কয়লা কেলেঙ্কারির মামলায় অভিযুক্ত নন বলেও দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইডির বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে নির্বাচনের আগে এই তল্লাশি চালানোর অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে আইনি ও রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তীব্র হয়েছে।

'অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভোট'বঙ্গ ভোটে বার্তা শাহর

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): চলতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন শুধু বিজেপির পক্ষে ভোট নয়, বরং "অবৈধ অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভোট" এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

উত্তর ২৪ পরগনার দমদম (উত্তর) বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী সভা থেকে তিনি বলেন, "২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে যখন আপনারা ইভিএমে বোতাম চাপবেন, তা শুধু বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য হবে না। এই ভোট হবে অবৈধ অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে।"

এই সভাতেই প্রথমবারের মতো নিজের প্রচারে কংগ্রেস ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকেও নিশানা করেন শাহ। তিনি বলেন, "রাহুল গান্ধীর প্রভাবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করছেন। আমি রাহুল গান্ধীকে বলতে চাই, অসমে কংগ্রেস তাদের সবচেয়ে খারাপ ফল করবে। পশ্চিমবঙ্গে হয়তো অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে, কিন্তু তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে দু'অঙ্ক ছুঁতে পারবে না।"

শাহ আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে কলকাতাকে "বস্তির শহরে" পরিণত করেছে, যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়া যায়।

তিনি দাবি করেন, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির মতো এলাকায় মহিলারা অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। "মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে নীরব রয়েছেন, কারণ এই অনুপ্রবেশকারীদের অনেকেই এখন তৃণমূলের নেতা," অভিযোগ শাহর।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। তাঁর দাবি, একসময় দেশের শিল্পকেন্দ্র ছিল পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু গত ১৫ বছরে তৃণমূল জমানায় প্রায় ৬,০০০ শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা অন্য রাজ্যে চলে গেছে। এর জন্য শাসক দলের তোলাবাজিকে দায়ী করেন তিনি। বঙ্গের নির্বাচনী লড়াইয়ে এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল।

ব্যঙ্গচিত্র পোস্টে গ্রেফতার, উদ্বেগ মানবাধিকার সংগঠনের

বার্লিন, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ব্যঙ্গচিত্র শেয়ার করার অভিযোগে বাংলাদেশে এক ব্যক্তির গ্রেফতারিকে ঘিরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন।

জার্মানিভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটস' (আইএসএইচআর) জানিয়েছে, এই ঘটনা আবারও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার এবং আইনের শাসন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছেযা যে কোনও গণতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি।

সংস্থার দাবি, ওই ব্যক্তিকে বাংলাদেশের 'সাইবার প্রোটেকশন অর্ডিন্যান্স, ২০২৫'-এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযোগ, একটি রাজনৈতিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৈরি ব্যঙ্গচিত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার জেরেই এই পদক্ষেপ।

আইএসএইচআর-এর বক্তব্য, ব্যঙ্গচিত্র এবং রাজনৈতিক ব্যঙ্গ গণতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত মতপ্রকাশের একটি বৈধ মাধ্যম। এই ধরনের বিষয়ের জন্য কাউকে গ্রেফতার করা মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, এই মামলায় 'ব্ল্যাকমেল' এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার হুমকি সংক্রান্ত আইনি ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা অভিযোগের প্রকৃতির সঙ্গে স্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে হচ্ছে।

তাদের মতে, আইনের এই ধরনের প্রয়োগের অসঙ্গতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে এবং আইন অপব্যবহারের সম্ভাবনাও বাড়ায়।

আইএসএইচআর জোর দিয়ে বলেছে, গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সমালোচনা, ব্যঙ্গ ও হাস্যরস মতপ্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলি সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিপক্কতারও সূচক।

সংস্থাটি বাংলাদেশের প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছে, যেন এই ঘটনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করা হয় এবং অভিযোগ যথেষ্ট ভিত্তিহীন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দ্রুত মুক্তি দেওয়া হয়।

এছাড়া 'সাইবার প্রোটেকশন অর্ডিন্যান্স, ২০২৫'-এর বিতর্কিত ধারাগুলি পুনর্বিবেচনারও আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

গালফে বিমান চলাচল সংকট, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইলেন চেন্নিথলা

তিরুবনন্তপুরম, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ায় চলমান উত্তেজনার জেরে বিমান পরিষেবায় বড়সড় বিঘ্ন তৈরি হওয়ায় ভারতীয় প্রবাসীদের দুর্ভোগ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা রমেশ চেন্নিথলা।

বুধবার কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে. রাম মোহন নাইডুকে চিঠি দিয়ে তিনি জানান, গালফ অঞ্চলে বিমান চলাচলের ব্যাঘাতের ফলে বিশেষ করে কেরলের বহু প্রবাসী যাত্রী চরম সমস্যায় পড়েছেন।

চেন্নিথলার দাবি, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির প্রভাবে ভারত ও গালফ দেশের মধ্যে বিমান যোগাযোগ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুবাই-সহ কয়েকটি দেশে ভারতীয় বিমান সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা ৩১ মে পর্যন্ত জারি থাকায় বহু ফ্লাইট বাতিল বা কমিয়ে দিতে হয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এয়ার ইন্ডিয়া প্রায় ৬৯০টি ফ্লাইট বাতিল করেছে, আর ইন্ডিগো গালফগামী উড়ানের প্রায় ৯০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের সমস্যার মাত্রা আরও বেড়েছে।

এছাড়া পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আকাশপথে বিধিনিষেধ থাকায় ফ্লাইট পরিচালনা জটিল হয়ে উঠছে, যার প্রভাব পড়ছে সময়সূচি ও খরচের উপরও।

এই পরিস্থিতিতে বিমান ভাড়াও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে, যা বহু শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত প্রবাসীর পক্ষে বহন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চেন্নিথলা অভিযোগ করেন, এমিরেটস ও ফ্লাইদুবাইয়ের মতো বিদেশি বিমান সংস্থাগুলি এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে।

তিনি কেন্দ্রকে দ্রুত কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে গালফ দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা করে বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি, বাড়তি ভাড়া নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া এবং অস্থায়ীভাবে বিশেষ ভাড়া বা ভাড়া সীমা নির্ধারণের প্রস্তাবও দেন।

উল্লেখ্য, গালফ অঞ্চলে প্রায় ২৫ লক্ষ কেরলবাসী কর্মরত, যাঁরা নিয়মিত সস্তা বিমান পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান পরিস্থিতি আগামী কয়েক সপ্তাহে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সিবিএসই মাধ্যমিকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলির মধ্যে শীর্ষে আয়ুষ, উচ্ছ্বাসে কৈলাসহর

কৈলাসহর, ২২ এপ্রিল: সিবিএসই-র মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৬-এ রাজ্যের ১২৫টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করে কৈলাসহরের মুখ উজ্জ্বল করল নেতাজি বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলের ছাত্র আয়ুষ পাল। তার এই সাফল্যে শহরজুড়ে আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে।

কৈলাসহর পৌর পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আয়ুষের বাবা অমিত পাল পেশায় ব্যবসায়ী এবং মা মধুমিতা দেব গৃহিণী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত অধ্যয়ন, কঠোর পরিশ্রম এবং শৃঙ্খলাবোধই তার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

আয়ুষ জানায়, শিক্ষক-শিক্ষিকা, গৃহ শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সার্বিক সহযোগিতাই তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের লক্ষ্য নিয়েই সে এগিয়ে যেতে চায়।

ফলাফলে আয়ুষের প্রাপ্ত নম্বরইংরেজিতে ৯৫, বাংলায় ১০০, গণিতে ৯৬, বিজ্ঞানে ১০০, সমাজবিজ্ঞানে ৮৭ এবং আইটিতে ৯৮; মোট শতাংশ ৯৭.০৮। এই অসাধারণ কৃতিত্বে খুশি বিদ্যালয় পরিবারও।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, আয়ুষের এই সাফল্য অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারাও তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

শিল্প পুনরুজ্জীবন ও কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি শাহর, বঙ্গ ভোটে জোর বিজেপির

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বাড়ানোই হবে অন্যতম প্রধান লক্ষ্যএমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় এক নির্বাচনী সভায় শাহ বলেন, "রাজ্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব। এর প্রধান কারণ পর্যাপ্ত শিল্প ও বিনিয়োগের অভাব। বিজেপি ক্ষমতায় এলে চারটি নতুন শিল্প নগরী গড়ে তোলা হবে এবং গত ১৫ বছরে রাজ্য ছেড়ে যাওয়া শিল্প সংস্থাগুলিকে ফিরিয়ে আনা হবে।"

তিনি অভিযোগ করেন, শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের 'তোলাবাজি চক্র'-এর কারণে বহু শিল্প সংস্থা রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এই সভাতেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্য নিয়েও কটাক্ষ করেন শাহ। তিনি বলেন, "যে প্রধানমন্ত্রী দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ অনেকটাই নির্মূল করেছেন, তাঁকেই এখন 'সন্ত্রাসী' বলা হচ্ছে। রাহুল গান্ধীর প্রভাবে খাড়গের মতো প্রবীণ নেতাও এ ধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য করছেন।"

তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের সহযোগী। তাহলে তাঁর দল কি ভোট পাওয়ার যোগ্য?"

হুগলির সপ্তগ্রামে আরেকটি সভায় শাহ ঘোষণা করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্য সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করা হবে।

এছাড়া, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করাও দলের অন্যতম অগ্রাধিকার হবে বলে জানান তিনি। শাহর দাবি, "অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যের যুবকদের চাকরির সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীরব, কারণ এরা তাঁর ভোটব্যাঙ্ক।"

বঙ্গের নির্বাচনী প্রচারে এইসব প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লেলিনের ১৫৭তম জন্মবার্ষিকী পালিত সিপিআই(এম) রাজ্য দপ্তরে

আগরতলা, ২২ এপ্রিল: যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মহান বিপ্লবী নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেলিনের ১৫৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করল সিপিআই(এম)। এই উপলক্ষে দলের রাজ্য দপ্তরে এক গম্ভীর পরিবেশে আয়োজন করা হয় স্মরণসভা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ কর্মসূচির।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের বিশিষ্ট নেতা মানিক দে সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এদিন লেলিনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দলের বিশিষ্ট নেতা মানিক দে এদিন তাঁর বক্তব্যে লেলিনের জীবনাদর্শ, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তাঁরা বলেন, বর্তমান সময়ে লেলিনের আদর্শ অনুসরণ করে সমাজে সাম্য, ন্যায় ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

চড়িলাম পেট্রোল পাম্পের কাছে ট্রিপার উল্টে দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন চালক

চড়িলাম, ২২ এপ্রিল: চরিলাম পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় এক বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়া গেল। একটি ট্রিপার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাটি ফেলতে এসে হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ট্রিপারটি। এরপর গাড়িটি উল্টে যায় এবং সামনের অংশ শূন্যে উঠে যায়। গাড়ির অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অল্পের জন্য কত বড় বিপদ এড়ানো গেছে।

দুর্ঘটনার সময় গাড়ির চালক কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রাণে রক্ষা পান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনাটি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারত। তবে বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা না ঘটায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

দাবি-দাওয়া নিয়ে অধিকর্তার দপ্তরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-হেলপারদের ডেপুটেশন

আগরতলা, ২২ এপ্রিল: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত কর্মী ও হেলপাররা। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স ও হেলপারস সংঘের উদ্যোগে এদিন এই ডেপুটেশন কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বামফ্রন্ট সরকারের সময় মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ঘোষণা হলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হেলপারদেরও কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়া হত। কিন্তু ২০১৭ সাল থেকে সেই সুবিধা বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশা থাকলেও তা পূরণ হচ্ছে না বলেও তারা দাবি করেন।

এদিন ডেপুটেশন দেওয়ার সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে সুপ্রিমকোর্টের একটি রায়ের কপিও অধিকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে অভিযোগ, সেই রায় কার্যকর করা হচ্ছে না, ফলে দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হেলপাররা।

সংগঠনের সদস্যরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, তাদের ন্যায্য দাবি দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হচ্ছে। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

পোষণ পাখওয়াদা ২০২৬ উপলক্ষে কদমতলায় পুষ্টি সচেতনতা কর্মসূচি

কদমতলা, ২২ এপ্রিল: "জীবনের প্রথম ছয় বছরে মস্তিষ্কের বিকাশকে সর্বোচ্চ করা"এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে সারা দেশের পাশাপাশি কদমতলাতেও পালিত হচ্ছে পোষণ পাখওয়াদা ২০২৬। চলতি বছরের ৯ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

কদমতলা বরগুল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে অঙ্গনওয়াড়ির শিশুদের পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আয়োজকদের মতে, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো সুস্থ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে শিশু, নারী ও কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির মান উন্নত করা এবং পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্য প্রিয়াঙ্কা নিরুলা ও পূজা নাথ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার সদস্য নবমীতা নাথ।

আমতলীর বারুইটিলায় একই মহিলার বিরুদ্ধে ফের মামলা, আতঙ্কে এলাকাবাসী

আগরতলা, ২২ এপ্রিল: আমতলীর বারুইটিলা এলাকায় উশৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে কল্যাণী ঘোষ নামে এক মহিলার বিরুদ্ধে এক সপ্তাহের ব্যবধানে পুনরায় মামলা দায়ের হয়েছে আমতলী থানায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার বাসিন্দাদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

এর আগেও একই ধরনের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল এবং সে সময় তিনি জেল হেফাজতেও ছিলেন। কিন্তু মুক্তির পরেও তার আচরণে কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। জানা গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে তিনি তার বাড়ির পাশের এক ব্যক্তিকে ধারালো দা দিয়ে আঘাত করেন। সেই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে আমতলী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তাকে আটক করেছিল।

এরপর আবারও নতুন করে হামলার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সম্প্রতি একই পাড়ার যুবক রিপন দত্তকে লাঠি দিয়ে মারধর করার পাশাপাশি তার গলা থেকে একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয় কল্যাণী ঘোষ। এই ঘটনার পর রিপন দত্ত আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এদিন রিপন দত্তের সঙ্গে এলাকার একাধিক মহিলা দলবেঁধে থানায় উপস্থিত হন এবং ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। থানার সামনে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা অভিযোগ করেন, কল্যাণী ঘোষের অত্যাচারে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, যে কোনো সময় আবারও বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটতে পারে। তাই দ্রুত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন তারা।

বিলথৈ পঞ্চায়েতে উন্নয়নের নামে নয়ছয়ের অভিযোগ, তদন্তের দাবি

পানিসাগর, ২২ এপ্রিল: বিলথৈ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মহাপ্রভু আখড়ায় বিজেপি জোট সরকারের আমলে সমাজসেবার নামে একাধিক নয়ছয়ের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। আখড়ার বৈষ্ণব ভুভেস দাস এই অভিযোগ তুলে ধরে সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের নামে ব্যয়ের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, পানিসাগর কৃষি উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় দেড় গন্ডা জমিতে পুকুর খনন করা হলেও তার গভীরতা মাত্র দেড় থেকে দুই ফুট। অথচ ওই কাজে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় দেখিয়ে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। একইভাবে মাটি লেভেলিংয়ের নামে আখড়ার পিছনে প্রায় ৩০ হাজার টাকার কাজ করে ২ লক্ষ ৯০ হাজার ২০২ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ।

এছাড়াও দাবি করা হয়েছে, আখড়ার নিজস্ব জমিতে মাটি ফেলার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাশের এক ব্যক্তির কাছে মাটি বিক্রি করা হয়েছে, যা থেকে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ দ্বৈতভাবে লাভবান হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণের নামেও ব্যয় দেখিয়ে আরও একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে আখড়ার কমিউনিটি হল নির্মাণ। জানা যায়, মূল ভবনটি দুই বছর আগেই বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে রাউন্ড বারান্দার কাজ শুরু হলেও তা এখনও অসম্পূর্ণ। অভিযোগ, আখড়ার সম্পত্তির গাছ কেটে কাঠ ব্যবহার করে বারান্দার ছাউনি তৈরি করা হয়েছে। যদিও গাছের মূল্য আখড়াকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা এখনো মেলেনি।

ভুভেস দাস জানান, কমিউনিটি হলের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি পুকুর খনন, মাটি লেভেলিং এবং বারান্দা নির্মাণে আর্থিক অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এলাকায়।

পহেলগাম হামলার বর্ষপূর্তি

● প্রথম পাতার পর

সিঁদুর'-এর মাধ্যমে সীমান্ত অতিক্রম না করেই ভারতীয় বাহিনী লাহোরের মুরিদকে, বাহাওয়ালপুর এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদে সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে নিখুঁত আঘাত হানে।

এই অভিযানে পাকিস্তানের কোনও প্রতিরক্ষা স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। তবে পাকিস্তান পাল্টা উত্তেজনা বাড়িয়ে সেনা ঘাঁটি, সাধারণ নাগরিক এবং অবকাঠামোতে হামলা চালায়।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় পাকিস্তানের সীমান্ত গোলাবর্ষণে ১৪ জন সাধারণ মানুষ, যার মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকও ছিলেন, নিহত হন। এর জবাবে ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ১৮টি প্রতিরক্ষা স্থাপনায় আঘাত হানে।

পাহালগাম হামলার মূল অভিযুক্তদের 'অপারেশন মহাদেব'-এর মাধ্যমে নির্মূল করা হয়। শ্রীনগরের উপকণ্ঠে দাচিগাম ন্যাশনাল পার্কের মহাদেব শৃঙ্গের পাদদেশে সেনা, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে তিন জঙ্গি সুলেমান ওরফে ফয়জল জাট, হামজা আফগানি এবং জিবরান নিহত হয়।

নিরীহ মানুষের এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়া হলেও, বেঁচে থাকা মানুষের মনে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, তা কখনও সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হওয়া সম্ভব নয়।

গভীর রাতে সরকারি বাসভবনে

● প্রথম পাতার পর

ডাঃ সাহা গভীর রাতে তাঁর সরকারি বাসভবনে পৃথক দুটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। প্রথম বৈঠকে, মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক, মন্ত্রী এবং জনজাতি নেতা সহ প্রদেশ বিজেপির সিনিয়র নেতাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এই আলোচনায় ডাঃ সাহা সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন, দলীয় প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রহণ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য কীভাবে ত্রাণ ও সহায়তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা যায় সে বিষয়ে তিনি নেতাদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা ঊর্ধতন প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা, স্বরাষ্ট্র সচিব অভিষেক সিং, পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ সহ বিএসএফ, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) এবং আসাম রাইফেলস সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার ঊর্ধতন আধিকারিকগণ। পর্যালোচনা বৈঠকের সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে দ্রুত এবং সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ডাঃ সাহা সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

দেরিতে আসায় বঞ্চিত বহু

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সার্বিক নজরদারি বজায় রাখা হয়েছে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

এদিকে, ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা ঘিরে আগরতলার বোধজং বয়েজ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রে পৌঁছেও প্রায় ৮ থেকে ১০ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। ওই ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভ ও হতাশায় ভেঙে পড়ে ওই পরীক্ষার্থীরা, অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। কেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের একাংশ বিক্ষোভও দেখান।

পরীক্ষার্থীদের দাবি, তারা সময়মতো কেন্দ্রে উপস্থিত হলেও প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তবে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী আর কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যায় না।

এদিকে, বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে যান বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ শুভদীপ পাল। পরিদর্শন শেষে তিনি জানান, সার্বিকভাবে পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। উপস্থিতির হারও সন্তোষজনক। তবে কিছু ক্ষেত্রে দেরিতে পৌঁছানোর কারণে কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বলে তিনি স্বীকার করেন।

চেয়ারম্যান বলেন, পরীক্ষার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর আর কাউকে প্রবেশের অনুমতি নেই। সেই নিয়ম মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, বোর্ডের পক্ষ থেকে আগেই পরীক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে কেন্দ্রে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ও নিয়মাবলী মেনেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে এই ধরনের ঘটনায় পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ও পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

সংখ্যালঘু ভোট

● প্রথম পাতার পর

তাঁর আরও দাবি, বিএসএফ প্রায় এগারো হাজার অনুপ্রবেশকারীদের আটক করা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। যার ফলে বিশাল সংখ্যক মুসলিম ও রোহিঙ্গা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। যেসমস্ত এলাকায় মুসলিমের সংখ্যা ১৯ শতাংশ ছিল আজ সেখানে মুসলিমের সংখ্যা বেড়ে ২৯ শতাংশ হয়েছে। একমাত্র ভোটব্যাংকের রাজনীতি করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

তাঁর অভিযোগ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বহু অনুপ্রবেশকারীকে আটক করলেও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে রোহিঙ্গা সহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বেড়েছে। নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র পাওয়া গেছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। বেঙ্গালুরুর এক বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে বাংলার সূত্র পাওয়া গিয়েছে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং এলাকা থেকে এক সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। উদ্বেগের বিষয়, এত কিছু তথ্য থাকার পরও একমাত্র সংখ্যালঘুদের ভোট পাওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা ভারতবর্ষের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছেন।

সাংসদের আরও অভিযোগ, রাজ্যে ভুয়ো নথিপত্র তৈরির একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে, যা উগ্রপন্থীদের সহায়তা করছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সবকিছু জানার পরও উগ্রবাদীদের পরিকাঠামোগত সশক্তিকরণ ও ভুয়ো নথিপত্র তৈরীর কারখানায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। উগ্রবাদীদের শেষ করতে কেন্দ্র সরকারকে সহযোগিতা করছেন না তিনি। তাঁর জন্য গোটা ভারতবর্ষের নিরাপত্তা হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গেও তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে রাজ্য সরকার ভারতের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করছে। একইসঙ্গে তিনি অতীতের বাম শাসনের সঙ্গেও তুলনা টানেন। তিনি বলেন, বাংলায় বিজেপি সরকার গঠিত হলে এক মাসের মধ্যে ৪৪৭ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, বাংলার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সংস্কার না হওয়ার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন। মহিলা সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রেও তিনি সমালোচনা করে বলেন, নারী নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও মহিলা বিলকে সমর্থন করেন নি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছে এবং বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণ সচেতন হয়ে উঠছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল

● প্রথম পাতার পর

সরকারের বিরুদ্ধে তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সমানভাবে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। পাশাপাশি, তহবিল বণ্টনে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সিপাহীজলায় আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, পুলিশের মহানির্দেশক ডিজিপি সিপাহীজলা জেলার জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকরা। তাঁদের উপস্থিতিতে পুরো পরিস্থিতি প্রশাসনিকভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর পরিদর্শন চলাকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল কড়া। বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং প্রশাসনের তরফে সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজরদারি রাখা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আক্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে এখনও আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে, যদিও প্রশাসনের এই তৎপরতায় কিছুটা আশ্বাস পেয়েছেন অনেকেই তবে এত গুরুত্বপূর্ণ এই সফর সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি বিষয়টি নিয়ে নীরব থাকায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি উল্লেখ্য, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পরিস্থিতি কত দ্রুত স্বাভাবিক হয় এখন সেটাই দেখার বিষয়।

বক্সনগরে বিজেপি নেত্রীর

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র আকার নিয়েছে।

অভিযোগ, শুধুমাত্র বিজেপি করার কারণেই গত দশ দিন ধরে স্বামী-স্ত্রী জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন মহামায়া। জানা যায়, আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাড়িতে আসবেন বলে খবর পেয়ে তারা জঙ্গল থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু বাড়িতে এসে দেখেন দরজা-জানালা ভাঙা, ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এমনকি বাড়ির ভেতরে থাকা মুদির দোকানের মালপত্রও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সাংবাদিকদের সামনে মহামায়া কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রশ্ন তোলেন, বিজেপি করেছি, সেটাই কি আমার অপরাধ? তাঁর দাবি, মথার দুষ্কৃতীরাই এই হামলার সঙ্গে জড়িত।

অন্যদিকে, শাসক বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সিপিএম ও মথার একটি চক্র পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়ে স্থানীয় বিধায়ককে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে। পাল্টা মথার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর আগমন ঘিরে শাসক দলীয় লোকজনই ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে।

বিজেপির তরফে আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে, মহামায়ার বাড়ির আশপাশে ৩০-৪০টি বাড়ি রয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশই মথা সমর্থকদের। সেই এলাকায় শাসক দলের পক্ষে এমন ঘটনা ঘটানো কতটা সম্ভব, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের কারণে সকাল থেকেই এলাকায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিলসেই পরিস্থিতিতে এই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে জানা গেছে, যা ঘিরেও নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এদিকে, এডিসি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দক্ষিণ ত্রিপুরার ২৮ শিলাছড়ি মনুবনকুল কেন্দ্রে মথা কর্মীদের হামলার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপির একাধিক কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন সাংসদ তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর যেভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ ধরনের হিংসার কোনও স্থান নেই। তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান এবং প্রশাসনের কাছে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার আহ্বান জানান।

অন্যদিকে, এই অভিযোগ নিয়ে তিপ্রামথা দলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
23-04-2026, 01:08

মিজোরামের পর মেঘালয়কে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে টিম ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত ত্রিপুরার মেয়েদের। প্রথম ম্যাচে ১০ উইকেটে, তো দ্বিতীয় ম্যাচে আট উইকেটে - দুর্দান্ত জয়ের সারণিতে রয়েছে ত্রিপুরার মেয়েরা। লাগাতর দুই ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে ত্রিপুরা দল গ্রুপ বি থেকে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বীকৃতি প্রাপ্তি, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। পরবর্তী ম্যাচ সিকিমের বিরুদ্ধে। পরপর দুই ম্যাচে পরাজিত দল সিকিমকে আগামী ২৪ এপ্রিল হারিয়ে ত্রিপুরার বালিকাদের টিম গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়েই খেতাব জয়ের লক্ষ্যে অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে সেমিফাইনাল ম্যাচে উন্নীত হতে পারবে বলে আশাবাদী। খেলা বিসিসিআই এর উদ্যোগে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত দ্বিতীয় নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকা বিভাগের। আজ, বুধবার গুয়াহাটির ফালাঙে ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে মেঘালয় প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ৩৫ ওভারের খেলায় মেঘালয় ২৩ ওভার খেলে ৭৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে আভিয়ানা মাইরথঙ সর্বাধিক ৩৫ রান সংগ্রহ করে ৪২ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি সহযোগে। ত্রিপুরা দলের বোলার পূর্বা চৌধুরী ছয় ওভার বল করে দুটি মেডেন দিয়ে পাঁচ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট দখল করে মেঘালয়কে একপ্রকার আটকে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, ঋষিতা সূত্রধর পেয়েছে দুটি উইকেট কুড়ি রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার মেয়েরা প্রথম দিকে দ্রুতলয়ে দুই উইকেট হারালেও সায়ন্তিকা ও ঋষিতার জুটি দলকে জয় এনে দেয়। দলীয় ১০ থেকে ১৩ তথা তিন রানের মধ্যে পরপর ২ উইকেট এর পতন ঘটেছিল, তৃতীয় উইকেটের জুটিতে সায়ন্তিকা ও ঋষিতা অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। সায়ন্তিকা ৪২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি সহযোগে ৪০ রানে অপরাজিত থেকে এবং ঋষিতা ৩৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারি মেরে ১১ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা দল দশ উইকেটের ব্যবধানে মিজোরামকে পরাজিত করেছিল। দুই ম্যাচে পরপর দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে টিম ত্রিপুরা এখন গ্রুপ বি-তে এককভাবে শীর্ষস্থানে রয়েছে।

নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ : সিকিমকে হারিয়ে সেমিফাইনালের আশা জিইয়ে মিজোরামের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে মিজোরাম। হারিয়েছে সিকিম দলকে। খেলা আসামের গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকা বিভাগের। মঙ্গলবারে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরার কাছে ১০ উইকেটে পরাজয়ের পর মিজোরাম কিছুটা পিছিয়ে ছিল। আজ, বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে ১৪ রানের ব্যবধানে সিকিমকে পরাজিত করে নিজেরা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। এই জয়ের সুবাদে মিজোরাম মূলতঃ সেমিফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। গুয়াহাটি জাজেস ফিল্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে মিজোরাম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৩৫ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রেমরোয়াতির ৫৪ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। সিকিমের সৃষ্টি গুরুং ১৭ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সিকিম দল ২৬ ওভার ২ বল খেলে ১০৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে খুশি ছেত্রীর ৫০ রান এবং প্রণীমা গুরুংয়ের ১৩ রান উল্লেখযোগ্য হলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। মিজোরামের রেমরুয়াতি ২১ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, রাকিল মাল সোয়ান জুয়ালী দুটি উইকেট পায় ১৫ রানের বিনিময়ে। ব্যাটে এবং বলে দারুন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রেমরোয়াতি পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব। গ্রুপ বি-এর পরবর্তী ম্যাচে মেঘালয়ে মিজোরামের মধ্যে যে দল জিতবে, তারাই সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে।

টি-টোয়েন্টিতে অচল ! হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মন্থর ইনিংস খেলে কটাক্ষের মুখে রাহুল, ছাড়লেন না কোচও

কেএল রাহুল। ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে ‘ক্লাসি’ ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। আইপিএলের এ মরশুমে নেহাত ফর্মটাও খারাপ নয়। কিন্তু আবারও প্রশ্নের মুখে সেই স্ট্রাইক রেট। মঙ্গলবার রাতে ২৪২ রান তাড়া করতে নেমে রাহুল ২৩ বলে ৩৭ রান করলেন তিনি। পাওয়ার প্লে-তে খেলা সত্ত্বেও স্ট্রাইক রেট মোটে ১৬০। যা আধুনিক টি-২০ ক্রিকেটে বড়ই বেমানান।

বৈভব সূর্যবংশী, প্রিয়াংশ আর্যরা যেখানে ২০০-২৫০ স্ট্রাইক রেটে খেলে চলেছেন, সেখানে পাওয়ারপ্লে-তে মাত্র ১৬০ স্ট্রাইক রেট নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। অথচ এই কেএল রাহুল একটা সময় নিজেও ২০০-র উপর স্ট্রাইক রেটে খেলতেন। ওপেনার হিসাবে তাঁর বিধ্বংসী রূপ আইপিএলে বহুবার দেখা গিয়েছে। কিন্তু ইদানিং যেন দ্রুতগতির ইনিংস খেলার চেষ্টাটাই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। ফলস্বরূপ সোশাল মিডিয়ায় উপহার পাচ্ছেন বিদ্রুপ। কেউ বলছেন, “টি-টোয়েন্টিতে তিনি নিতান্তই অচল আধুলি।” কারও কারও মতে, “রাহুলকে আউট না করাটাই দিল্লির বিরুদ্ধে জয়ের চাবিকাঠি।” রাহুলকে তোপ দাগতে ছাড়ছে না দলের ম্যানেজমেন্টও। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ৬ ওভারে ৫৯ রান তুলেছিলেন রাহুলরা। যা দেখে ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট ভেনুগোপাল রাও বলে দিলেন, “টপ অর্ডারের ব্যর্থতাই ম্যাচটা হারিয়ে দিল। আমাদের উচিত ছিল পাওয়ারপ্লে-তে অন্তত ৮০-৯০ রান টার্গেট করে খেলা। সেখানে আমরা মাত্র ৫৯ করেছি। ওখানেই আমাদের ২০টা রান কমে গিয়েছে।” রাও অবশ্য শুধু রাহুলকে দায়ী করেননি। রাহুল পাওয়ারপ্লে-তে সেভাবে স্ট্রাইক না পাওয়াটাও ফ্যাক্টর বলে মনে করছেন তিনি। তিনি নিশানা করছেন নীতীশ রানাকেও। পাওয়ারপ্লে-তে এসে তিনি বহু বল হজম করে গিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাটিং করে অভিষেক শর্মার সেঞ্চুরির ইনিংসে ভর করে ২৪২ রানের পাহাড় গড়ে সানরাইজার্স। জবাবে দিল্লি ক্যাপিটালসের ইনিংস থামে মাত্র ১৯৫ রানে। ৪৭ রানে জিতে পয়েন্ট টেবিলের তিনে পৌঁছে যায় অভিষেকের দল। দিল্লির এই হারের নেপথ্যে পাওয়ারপ্লে-র স্লো ব্যাটিংকেই দায়ী করছেন সমর্থকরা। দেদার রান দিয়েছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের বোলারেরা। অভিষেক শর্মার অপরাজিত ১৩৫ রানে ভর করে দিল্লির বিরুদ্ধে ২৪২ রান করেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। শেষ পর্যন্ত ৪৭ রানে হেরেছে দিল্লি। বোলারেরা ব্যর্থ হলেও এই হারের দায় দলের দুই ব্যাটারের উপর চাপিয়েছেন দিল্লির ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বেণুগোপাল রাও।

২৪৩ রান তাড়া করতে নেমে পাথুম নিসঙ্ক মাত্র ৮ রান করে আউট হন। প্রথম উইকেটে লোকেশ রাহুল ও নীতীশ রানার মধ্যে ৪৫ বলে ৮৬ রানের জুটি হয়। রাহুল ২৩ বলে ৩৭ রান করেন। নীতীশ করেন ৩০ বলে ৫৭ রান। দিল্লির হয়ে সবচেয়ে বড় জুটি তাঁদেরই। অথচ সেই দুই ব্যাটার রাহুল ও নীতীশকেই হারের জন্য দায়ী করেছেন বেণুগোপাল।

খেলা শেষে দিল্লির ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বেণুগোপাল বলেন, “২৪০ রানের বেশি তাড়া করতে নামলে প্রথম ছয় ওভার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পাওয়ার প্লে-তে ৫৯ রান করেছিলাম। ২০-৩০ রান কম করেছিলাম। পাওয়ার প্লে শেষে ৮০ থেকে ৯০ রান হওয়া উচিত ছিল। আমাদের ব্যাটিং গভীরতা আছে। শুরুটা ভাল হলে হয়তো ম্যাচটা জিততেও পারতাম। কিন্তু শুরুটা ভাল করতে পারিনি।” সরাসরি রাহুল ও নীতীশের নাম না করলেও পরোক্ষে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, দুই ব্যাটারই হারের জন্য দায়ী।

পাওয়ার প্লে-তে রাহুল বেশি বল খেলতে পারেননি বলেও মনে হয়েছে বেণুগোপালের। তাতে ছন্দ হারিয়েছেন তিনি। বেণুগোপাল বলেন, “নিসঙ্ক আউট হওয়ার পর রাহুল বেশি বল খেলতে পারেনি। তখন নীতীশ বেশি বল খেলছিল। বল না পেলে ছন্দ পাওয়া মুশকিল। সেটাই রাহুলের সঙ্গে হয়েছে। সেই কারণেই আমাদের রান কম হয়েছে। তাতে খেলার রাশ হায়দরাবাদের হাতে চলে গিয়েছে।”

সমালোচনার মুখে পড়েছেন অধিনায়ক অক্ষর পটেল। পার্ট টাইম স্পিনার নীতীশকে দিয়ে চার ওভার বল করিয়েছেন তিনি। অথচ, বিশেষজ্ঞ স্পিনার কুলদীপ যাদবকে মাত্র দু’ওভার দিয়েছেন। এর কারণ কেউ বুঝতে পারছেন না। বেণুগোপাল জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি অধিনায়কের। তিনি বলেন, “শেষ পর্যন্ত মাঠে নেমে অধিনায়কের যা মনে হয়, সেটাই হয়। নীতীশকে চার ওভার বল দেওয়ায় অক্ষরের দিকে আঙুল তোলা সহজ। ও ঝুঁকি নিয়েছিল। যদি তা কাজে লাগত, তখন বলতেন, দেখুন কী অসাধারণ পরিকল্পনা। টি-টোয়েন্টিতে এই ধরনের ঘটনা হয়েই থাকে।”

দলের ফিল্ডিংয়ের দিকেও আঙুল তুলেছেন বেণুগোপাল। অভিষেকের ক্যাচ পড়েছে। রান আউটের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। এ ভাবে জেতা মুশকিল বলেই মনে করেন তিনি। বেণুগোপাল বলেন, “অভিষেক সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু আমরা নিতে পারিনি। ৫০ করার পরে রান আউটের সুযোগ ছিল। ৮৪ বা ৮৬ রানের মাথায় ক্যাচ পড়েছে। তার খেসারত দিতে হয়েছে। এ রকম ভুল করলে জেতা মুশকিল।”

‘এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি’, কেকেআরের জন্য একশো শতাংশ দিতে মরিয়া পাথিরানা

দিন দুই আগে শহরে চলে এসেছেন কেকেআরের শ্রীলঙ্কা পেসার মাথিশা মাথিরানা। চোট-আঘাত জনিত দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে। শহরে পৌঁছে দ্রুত ইডেনে ট্রেনিংয়েও নেমে পড়েন তিনি। একাই। এবার নিজের চাঁদমারিও জানিয়ে দিলেন ‘বেবি মালিঙ্গা’ নামে পরিচিত এই লঙ্কা পেসার।পাথিরানার বক্তব্য হল, কেকেআরের এখনও সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায়নি। বরং চেষ্টা-চরিত্র সঠিকভাবে করলে, আইপিএল উনিশে এখনও ভালো কিছু করা সম্ভব। এবং সে প্রেক্ষিতে যা যা করা প্রয়োজন, সবই করতে প্রস্তুত পাথিরানা। মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় পাথিরানা বলে দেন, “আমি ব্যক্তিগত টার্গেট নিয়ে কখনও খেলতে নামি না। তাই এ মরশুমে নিজের জন্য কোনও চাঁদমারিও সেট করিনি। আমার লক্ষ্য একটাই। একশো শতাংশ দিয়ে টিমকে সাহায্য করা।”সব কিছু ঠিকঠাক চললে, আগামী ২৬ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে একানা স্টেডিয়ামে নামতে চলেছেন শ্রীলঙ্কা পেসার। যাঁর আগমন সোনালি-বেগুনি শিবিরের কাছে মনোবলবর্ধক নিঃসন্দেহে। কারণ পেস বোলারদের মধ্যে কার্তিক ত্যাগী ভালো পারফর্ম করলেও, বৈভব অরোরা আহামরি কিছুই করতে পারছেন না। অথচ চলতি আইপিএল শুরুর আগে বৈভব বলেছিলেন যে, হর্ষিত রানার অনুপস্থিতিতে তাঁকেই টিমের পেস বোলিংয়ের নেতা হয়ে উঠতে হবে। নেতৃত্বের দায়ভার বহন করতে হবে। পাথিরানা খেলতে শুরু করলে খুব স্বাভাবিকভাবে তিনিই টিমের পেস বোলিংকে নেতৃত্ব দেবেন। সঙ্গে থাকবেন ত্যাগী। বৈভবকে তখন প্রধান বোলারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নির্দিষ্ট কোনও কাজ দেওয়া যেতে পারে।গত রবিবারের ইডেনে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে স্বস্তির জয় পেয়েচে কেকেআর। যা কি না চলতি মরশুমে তাদের প্রথম জয়। ছ’ম্যাচ শেষে যা এসেছে। কিন্তু তাতেও প্লেঅফ এখনও অত্যন্ত দুরূহ দেখাচ্ছে। প্রথম জয় পেলেও নাইটরা এখনও গ্রুপ টেবিলের সবার শেষে। দশ নম্বরে। পরিস্থিতি যা, তাতে পরপর কয়েকটা টানা না জিতলে, ভালো কিছুর আশা করা মুশকিল। পাথিরানা যদিও আশাবাদী। বলছেন, “আমি বিশ্বাস করি না সব শেষ হয়ে গিয়েছে। অন্তত জেতার চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। আমি নিজেও খুব উত্তেজিত। লম্বা সময়ের পর কেকেআরের সংসারে আসতে পারলাম। নতুন টিম। নতুন পরিবেশ। বেশ ভালোই লাগছে আমার।” আজ, বুধবার দুপুরের চার্টার্ড ফ্লাইট করে লখনউ রওনা হয়ে যাচ্ছে কেকেআর। আগামী শনিবার ঋষভ পন্থদের বিরুদ্ধে ম্যাচ।

মুখোমুখি হওয়ার দু’দিন আগে স্বস্তি চেন্নাই-মুম্বই শিবিরে

আগামী বৃহস্পতিবার আইপিএলে মুখোমুখি হবে চেন্নাই সুপার কিংস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রতিযোগিতার সফলতম দুই দলের লড়াইয়ের আগে স্বস্তি ফিরল চেন্নাই শিবিরে। শক্তি বাড়িয়ে নিল হার্দিক পাণ্ড্যের দলও।মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে নিয়ে আশার আলো দেখতে পারেন চেন্নাই সমর্থকেরা। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক কবে চোট সারিয়ে মাঠে নামতে পারবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছে আইপিএলের শুরু থেকে। এত দিন নেটে ব্যাটিং করলেও অনুশীলনে উইকেট রক্ষা করতে পারছিলেন না। মুম্বই ম্যাচের দু’দিন আগে আবার উইকেটরক্ষকের দস্তানা পরলেন ধোনি। মঙ্গলবার সতীর্থদের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন ধোনি। বেশ কিছুক্ষণ উইকেট রক্ষাও করেছেন।ধোনির অনুশীলনের ছবি সমাজমাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন চেন্নাই কর্তৃপক্ষ। তা থেকে আশা করা হচ্ছে, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে না হলেও দ্রুত প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরবেন ধোনি। আইপিএলে হলুদ জার্সি পরে তাঁর নামতে আর দেরি নেই। ধোনি পুরোদমে অনুশীলন শুরু করায় আত্মবিশ্বাসী হতে পারে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দলও।অন্য দিকে, চেন্নাইয়ের মুখোমুখি হওয়ার আগে খুশির হাওয়া মুম্বই শিবিরেও। দলের সঙ্গে যোগ দিলেন উইল জ্যাকস। মঙ্গলবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার। টানা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ক্লান্ত জ্যাকস মুম্বই কর্তৃপক্ষের কাছে বিশ্রামের আর্জি জানিয়েছিলেন। তরতাজা হয়ে আইপিএলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন।২৭ বছরের জ্যাকস গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা পারফর্মার ছিলেন। চারটি ম্যাচে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছিলেন জ্যাকস।

ফুটবল মরসুমের রূপরেখা নিয়ে টিএফএ-র গুরুত্বপূর্ণ সভা ২৫শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের ফুটবল অঙ্গনে আসন্ন ২০২৬-২৭ মরসুমের দামামা বাজতে চলেছে। এই লক্ষ্যেই ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) আগামী ২৫শে এপ্রিল, শনিবার এক গুরুত্বপূর্ণ সভার আহ্বান করেছে। রাজধানী আগরতলায় টিএফএ-র নিজস্ব অফিসগৃহে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। লীগ সাব-কমিটির সম্পাদক তপন কুমার সাহা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন, মূলতঃ আসন্ন মরসুমের ফুটবল সূচি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্যই এই সভার আয়োজন। সভায় টিএফএ অনুমোদিত সমস্ত ”এ” ডিভিশন ক্লাব এবং মহিলা লীগের প্রতিটি ক্লাব ও সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। রাজ্য ফুটবলের মানোন্নয়ন এবং আগামী মরসুমের লিগগুলিকে সফলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে এই সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে ক্রীড়া মহল মনে করছে। যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ক্লাব ও সংস্থাগুলোর সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিত থেকে নিজেদের সুচিন্তিত মতামত প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন সম্পাদক তপন কুমার সাহা। মূলতঃ ঘরোয়া ফুটবলের পরিকাঠামো মজবুত করা এবং খেলোয়াড়দের প্রস্তুতির রূপরেখা তৈরি করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে একযোগে কাজ করার লক্ষ্যে টিএফএ-র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ফুটবল প্রেমীরা।

টি-২০ ক্রিকেটের কো: ফাইনাল আজ ব্লাডমাউথ-কসমোপলিটন, শতদল-হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ পুরোপুরি চূড়ান্ত। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা মঙ্গলবারে শেষ হয়েছে। আজ বিরতি। আগামীকাল সকাল, দুপুর মিলিয়ে দুটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কসমোপলিটন ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বেলা একটায় একই গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে শতদল সংঘ ও হার্ভে ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২৪ এপ্রিল শুক্রবার টিআইটি গ্রাউন্ডেই সকাল সাড়ে আটটায় ওল্ড প্লে সেন্টার এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। বেলা একটায় অন্তিম অর্থাৎ চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পোলস্টার ক্লাব এবং জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য ২৬ এপ্রিল, দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচের পর ২৮ এপ্রিল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

বিলোনিয়া আন্ত স্কুল ক্রিকেটের সুপারে মূলপর্বের লক্ষ্যে বিদ্যাপীঠ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রায় শেষ পর্যায়ে। বিদ্যাপীঠ কোন মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলছে এখন সুপার লিগের খেলা। গুরুত্বপূর্ণ এই লড়াইয়ে বুধবার মাঠে নামে বিদ্যাপীঠ ও দক্ষিণ সোনাইছড়ি। সীমিত ওভারের ম্যাচে দক্ষিণ সোনাইছড়িকে ২৮ রানে হারিয়ে চূড়ান্ত পর্বের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গেল বিদ্যাপীঠ। এদিন বিদ্যাপীঠ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে আট জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে ১২৭ রান। ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান দীপ্তনু পালের ২৩ রান ও দীপরাজ দাশের ৫৮ রানের সাহায্যে ইনিংসে লড়াই করার মত রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় বিদ্যাপীঠ। পরাজিত দক্ষিণ সোনাইছড়ির বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক দুটি করে উইকেট পেল সাহাজিৎ হুসেন ও সন্দীপ পাঠারি। বিদ্যাপীঠের ব্যাটিং লড়াই ১২৭ রানে শেষ হয়ে যাওয়ায় জয়ের জন্য দক্ষিণ সোনাইছড়ির প্রয়োজন হয় ১২৮ রান। আর সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে দক্ষিণ সোনাইছড়ি ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ছয় জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ৯৯ রান তুলতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ সোনাইছড়ির প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ব্যাট হাতে নিয়ে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে আকবর হোসেন (১৯) সাহাজিৎ হুসেন (৩৩) ও জয়দেব মজুমদার (২৬)। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে সন্দীপ দেববর্মা একাই তুলে নেয় তিনটি উইকেট।

পরের ম্যাচ থেকে একটা ক্যামেরা বাবার দিকে রাখবেন !

ব্যাট করার সময়ও সারা ক্ষণ কোচিং করিয়ে যান বাবা। সেই নির্দেশ মেনেই সাফল্য অভিষেক শর্মার। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ৬৮ বলে অপরাজিত ১৩৫ রান করেছেন অভিষেক। ম্যাচ শেষে তিনি জানিয়েছেন, কী ভাবে বাবার নির্দেশ মানেন তিনি। এ বার শতরান করে বদলে গিয়েছে অভিষেকের উল্লাসের ধরনও।

মঙ্গলবার উপ্পল স্টেডিয়ামে দিল্লির বোলারদের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী মেজাজে দেখা গিয়েছে অভিষেককে। অর্ধশতরান করতে নিয়েছেন ২৫ বল। পরের ৫০ রান করেছেন ২২ বলে। ১৩৫ রানের ইনিংসে ১০টি চার ও ১০টি ছক্কা মেরেছেন তিনি। খেলা শেষে অভিষেক বলেন, “সত্যি বলতে, অনূর্ধ-১২ দলের হয়ে খেলার সময় থেকে আমার বাব প্রতিটা ম্যাচে সাইট স্ক্রিনের ঠিক পাসে বসে। এই ম্যাচেও বসেছিল। যখনই আমি নন-স্ট্রাইকিং প্রান্তে থাকি, বাবা গ্যালারি থেকেই আমাকে বোঝাতে থাকে, কোন শট খেলতে হবে। পরের ম্যাচ থেকে একটা ক্যামেরা বাবার দিকে রাখবেন। তা হলেই দেখতে পাবেন বাবা কী করে।”

আগে শতরান করলে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ইংরেজি ‘এল’ অক্ষর দেখিয়ে উল্লাস করতেন অভিষেক। ‘এল’ অর্থাৎ, লাভ বা ভালবাসা। কিন্তু মঙ্গলবার শতরানের পর দেখা যায়, দু’হাত ভাঁজ করে হাসি মুখে হায়দরাবাদের ডাগআউটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। তার পর তাঁকে জড়িয়ে ধরেন অধিনায়ক ঈশান কিশন। তার পর ব্যাট আকাশে তুলে উল্লাস করেন তিনি। এই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ক্রিজে ছিলেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছেন, সাপোর্ট স্টাফ জেমস ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। অভিষেক বলেন, “ফ্র্যাঙ্কির সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। ও আমাকে ২০ ওভার ক্রিজে থাকার পরামর্শ দিয়েছিল। মনে হয় এই প্রথম বার আমি ২০ ওভার ব্যাট করলাম। পিচ খুব সহজ ছিল না। ভাল ক্রিকেট না খেললে রান করা কঠিন ছিল। জানতাম, বড় রান করতে পারলে জিতব। সেটাই করেছি।”হায়দরাবাদের হয়ে গত মরসুমে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ১৪১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন অভিষেক। এই মরসুমে করলেন ১৩৫ রান। অভিষেক বলেন, “কমলা ব্রিগেডের হয়ে বড় রান করতে ভাল লাগে। শুরুতে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও ডেথ ওভারে খেলার অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাই সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু ক্লাসেন যে ভাবে খেলল, তাতে আমার সুবিধা হল।”এই শতরান নিজের দিদিকে উৎসর্গ করেছেন অভিষেক। ভাইয়ের খেলা দেখতে প্রায় প্রতি ম্যাচেই হাজির থাকেন তিনি। কিন্তু মঙ্গলবার থাকতে পারেননি। অভিষেক বলেন, “দিদির শরীরটা খারাপ। তাই আসতে পারিনি। এই শতরান ওর জন্য।”টি-টোয়েন্টিতে নিজের নবম শতরান করেছেন অভিষেক। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক শতরানের তালিকায় বিরাট কোহলিকে ছুঁয়েছেন তিনি। চলতি আইপিএলে ৩২৩ রান করে সকলকে ছাপিয়ে কমলা টুপির তালিকায় শীর্ষে তিনি।

‘ভারতীয় দলের টুপি কি বিনামূল্যে পাওয়া যায় ?’

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য ৩০-৩৫ জন ক্রিকেটারকে তৈরি রাখতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ঠাসা সূচিতে একসঙ্গে বা গায়ে গায়ে দু’টি প্রতিযোগিতা পড়ে গেলে দু’জায়গায় দু’টি দলকে পাঠানো হতে পারে। বিসিসিআইয়ের দু’টি জাতীয় দলের ভাবনায় ক্ষুব্ধ রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত। একই সময় হবে এশিয়ান গেমস। সেখানেও ক্রিকেট রয়েছে। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ও এশিয়ান গেমসে দু’টি পৃথক ভারতীয় দলকে খেলতে দেখা যেতে পারে। একটির নেতৃত্বে থাকতে পারেন সূর্যকুমার যাদব। অন্যটির শ্রেয়স আয়ার। বোর্ডের এই পরিকল্পনা মানতে পারছেন না প্রাক্তন অফস্পিনার।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, “ভারতীয় দলের টুপির কী মূল্য থাকল? টুপির আর কী সম্মান থাকবে? ভারতীয় দলের টুপি পরার জন্য একটা গর্বের মুহূর্ত প্রয়োজন। ক্রিকেটারেরা অসংখ্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। গোটা দেশের মানুষ ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলা দেখে।” তিনি আরও বলেছেন, “একাধিক দল তৈরি করা হলে অনেকেই আন্তর্জাতিক অভিষেকের সুযোগ পাবে। কোনও একটা দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে যাবে। মানুষ আর বিষয়টাকে গুরুত্ব দেবে না। ভারতীয় দলের টুপির গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। বেশি সংখ্যক ক্রিকেটারকে সুযোগ দিতে হবে ‘এ’ দলের খেলার ব্যবস্থা করা হোক। বিনামূল্যে ভারতীয় দলের টুপি বিতরণ করা যায় না। এটা অর্জন করার জিনিস।”২০২৩ সালের এশিয়ান গেমসের সময়ও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সে বার ঘরের মাঠে এক দিনের বিশ্বকাপ ছিল। বিসিসিআই রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে ‘এ’ দল পাঠিয়ে ছিল এশিয়ান গেমসে। সেই দলে রিঙ্কু সিংহ, যশস্বী জয়সওয়াল, তিলক বর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দরদের মতো উঠতি ক্রিকেটারেরা ছিল। ব্যস্ত সূচি সামাল দিতে তেমন ব্যবস্থাই চান অশ্বিন। ভারতীয় দলের দরজা হাট করে খুলে দেওয়ার পক্ষে নন তিনি।

চোট সারিয়ে ফিরেই গোল এমবাপের

ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ গোল করেছিলেন। তার পর চোটে বেশ কিছু দিন খেলতে পারেননি। চোট সারিয়ে ফিরে আবার গোলে ফিরলেন কিলিয়ান এমবাপে। গোল করলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়রও। তাঁদের গোলে আলাভেসকে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। পর পর দু’ম্যাচ অধরা থাকার পর আবার জিতল রিয়াল।৩০ মিনিটের মাথায় রিয়ালকে এগিয়ে দেন এমবাপে। বক্সের বাইরে থেকে শট মারেন তিনি। ডিফেন্ডারের পায়ে লাগায় বল দিক পরিবর্তন করে। ফলে আলাভেসের গোলরক্ষক আন্তোনিয়ো সিভেরার কিছু করার ছিল না। আলাভেসের হয়ে সমতা প্রায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন টনি মার্তিনেস। কিন্তু তাঁর শট পোস্টে লেগে বেরিয়ে যায়।দ্বিতীয়ার্ধে ৫০ মিনিটের মাথায় প্রায় ২৫ হজ দূর থেকে গোল করেন ভিনিসিয়াস। ব্রাহিম দিয়াজ দলের তৃতীয় গোল প্রায় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর হেড গোললাইন সেভ হয়। সংযুক্তি সময়ে এক গোল শোধ করেন মার্তিনেস। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। হেরে মাঠ ছাড়ে আলাভেস।এই জয়ের পর ৩২ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদের। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা। শীর্ষে বার্সেলোনা। ৩১ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৭৯। অর্থাৎ, আপাতত ৬ পয়েন্ট পিছিয়ে রিয়াল। কিন্তু বুধবার বার্সা যদি সেল্টা ভিগোকে হারায় তা হলে ব্যবধান ৯ পয়েন্ট হয়ে যাবে। বার্সার ম্যাচের পর দু’দলের কাছে ছ’টি ম্যাচ থাকবে। তার মধ্যে রিয়ালের পক্ষে বার্সাকে টপকানো কঠিন। কিন্তু লড়াইয়ে রয়েছেন এমবাপেরা।এদিকে, নিজে বহু বার বলেছেন ১০০০ গোল করা তাঁর স্বপ্ন। সেই লক্ষ্যের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। রবিবার রাতে আল নাসেরের ম্যাচ জয়ে একটি গোল করলেন তিনি। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল ওয়াসলকে ৪-০ গোলে হারাল আল নাসের।পেশাদার ফুটবল জীবনে ৯৬৯টি গোল হল রোনাল্ডোর। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল আল নাসের। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে খেলেছে তারা। ১১ মিনিটে রোনাল্ডোই এগিয়ে দেন দলকে। বিপক্ষের বক্সের মধ্যে নিখুঁত জায়গায় ছিলেন তিনি। সতীর্থের পাস পেয়ে গোল করেন।এর পর জোয়াও ফেলিক্সের পাস থেকে ইনিগো মার্তিনেজ দ্বিতীয় গোল করেন। তৃতীয় গোল আবদুলেলা আল-আমরির। চতুর্থ গোল ৮০ মিনিটে সাদিয়ো মানের। ম্যাচের এক ঘণ্টার মাথায় তুলে নেওয়া হয় রোনাল্ডোকে। তার ঠিক আগেই একটি ভাল সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি তিনি।আল নাসের এই মুহূর্তে সৌদি প্রো লিগে এক নম্বরে রয়েছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

কাজ না করেই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আড়ালিয়া পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

চড়িলাম, ২২ এপ্রিল: ড্রেন ও ব্রিক সলিংয়ের কাজ না করেই বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে উত্তাল চড়িলাম ব্লকের আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনি এলাকা। বুধবার বিকেলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয় গ্রামবাসীদের মধ্যে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজীব কলোনিতে আনোয়ার হোসেনের বাড়ি থেকে তাহেদ মিয়ার পুকুর পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণের জন্য রেগা প্রকল্পে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯২৪ টাকা বরাদ্দ হয়। একইভাবে বাবুল মিয়ার বাড়ি থেকে সন্ধ্যা রায় মল্লিকের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণে বরাদ্দ হয় ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৭৭ টাকা। এছাড়াও এলাকায় একটি ব্রিক সলিংয়ের কাজের জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, এই তিনটি কাজের একটিও বাস্তবে সম্পন্ন হয়নি। অথচ সংশ্লিষ্ট কাজের আইও ও জিআরএস হিসেবে দায়িত্বে থাকা বিশ্বজিৎ দত্তের বিরুদ্ধে পুরো অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা কাজের সাইনবোর্ড লাগিয়ে চলে যায়, যা দেখে পরদিন সকালে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের মতে, প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার কাজ না করেই গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। তারা এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সরকারের বরাদ্দ প্রতিটি টাকার কাজ বাস্তবে করতে হবে, অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।
এলাকাবাসীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, দ্রুত তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে জাতীয় সড়ক অবরোধসহ কঠোর আন্দোলনে নামবেন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত প্রধানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। অভিযোগ, সাধারণ মানুষ কোনো সমস্যার কথা জানাতে গেলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, তবুও সমাধান মেলে না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গ্রামবাসীরা সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

জোলাইবাড়ীতে পৃথক যান দুর্ঘটনায় নিহত দুই

আগরতলা, ২২ এপ্রিল: জোলাইবাড়ীতে পৃথক যান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন দুইজন। ঘটনার বিবরনে জানাযায় বুধবার বিকেলবেলায় জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে এক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় প্রান হারালো ভূষন দাস নামে এক ব্যক্তি।
স্থানীয় লোকজনের কাছথেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী মুহুরীপুর শঙ্গর পুরের বাসিন্দা ভূষন দাস(৬০) কাকুলিয়া এলাকা থেকে কাজসেরে বাইসাইকেলে করে ঘরে ফেরার পথে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে জাতীয় সড়কে শান্তির বাজার থেকে সাব্রুমগামী টিআর০৮-ই-০৬৮৩ নাম্বারের একটি বলেরো গাড়ী ভূষন দাসকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এতে করে ভূষন দাস জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু বরণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে জোলাইবাড়ী দমকলবাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভূষন দাসকে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভূষন দাসকে মৃত বলে ঘোষনা করে। আগামীকাল মৃতদেহ ময়নাদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ভূষন দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছে বাইখোড়া থানার পুলিশ। ভূষন দাসের মৃত্যুর খবর ছরিয়ে পরতে সমগ্র জোলাইবাড়ী এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
অপরদিকে একই দিনে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ ঘটিকায় জোলাইবাড়ীর সাগরডেপা এলাকায় নিউ বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে প্রান হারায় ললিতা ত্রিপুরা (৪২) নামে এক মহিলার। জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকের নিকট জানাযায় দুজনের মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রান হারায়। আগামীকাল ললিতা ত্রিপুরার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

অসুস্থ বাবার চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন কলেজ পড়ুয়া কন্যার

মেলাঘর, ২২ এপ্রিল: অসুস্থ বাবার চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে না পেরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে এক দরিদ্র পরিবারের কলেজ পড়ুয়া কন্যা। বুধবার বিকেলে মেলাঘর পৌরপরিষদের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষনগর এলাকা থেকে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা সামনে আসে।
জানা গেছে, এলাকার বাসিন্দা বিপিএলভুক্ত স্বপন দত্ত পেশায় রাজমিস্ত্রির যোগালি ছিলেন। দিনমজুরির আয়ে কোনোভাবে সংসার চালানোর পাশাপাশি একমাত্র মেয়ে সুমিত্রা দত্তের পড়াশোনার খরচ বহন করতেন। সুমিত্রা বর্তমানে উদয়পুর কলেজে শিক্ষাবিজ্ঞান নিয়ে অনার্সের ফাইনাল ইয়ার-এর ছাত্রী। কিন্তু প্রায় দুই মাস আগে স্বপন দত্ত হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তার শরীরের একটি অংশ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে অকেজো হয়ে যায়। ফলে পরিবারের একমাত্র উপার্জন বন্ধ হয়ে পড়ে এবং চরম আর্থিক সংকটে পড়ে পরিবারটি। স্বপন দত্তের স্ত্রী কাজল দত্ত জানান, অনেক দিনই তাদের অভুক্ত থাকতে হয়। মেয়ের পড়াশোনাও বন্ধের মুখে। কলেজে যাওয়ার ভাড়ার টাকাও অনেক সময় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার করে জোগাড় করতে হচ্ছে। পরিবারটি এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি সহায়তা পায়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
সুমিত্রা দত্ত সংবাদমাধ্যমের সামনে আবেগঘন কণ্ঠে জানায়, অর্থের অভাবে বাবার চিকিৎসা করাতে পারছে না তারা। তার পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এই অবস্থায় কী করবে বুঝতে পারছে না পরিবারটি। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, বাবার চিকিৎসা এবং নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সামান্য আর্থিক সাহায্য পেলে তাদের পরিবার বাঁচার পথ খুঁজে পাবে। এখন দেখার বিষয়, এই দরিদ্র পরিবারের মেধাবী কন্যার আবেদনে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ নেয়। ঘটনাটি ঘিরে সমগ্র মেলাঘর এলাকায় সহানুভূতির সুর শোনা যাচ্ছে।

সুরদাস জয়ন্তীর প্রাক্কালে ধর্মনগরে দৃষ্টিহীন শিল্পীদের সম্মান জানাল 'সক্ষম'

ধর্মনগর, ২২ এপ্রিল: সন্ত সুরদাসের জয়ন্তীর প্রাক্কালে মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে এল 'সক্ষম' ধর্মনগর নর্থ ইউনিট। এই উপলক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে ধর্মনগরের দৃষ্টিহীন ও স্বল্পদৃষ্টি সম্পন্ন গায়কদের নিয়ে এক আন্তরিক সাক্ষাৎকার ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে উঠে আসে এক অনুপ্রেরণামূলক চিত্র। দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও এই শিল্পীরা ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের সংগীত প্রতিভা ও বাদ্যযন্ত্রকে পুঁজি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। দীর্ঘদিন ধরে তারা স্বনির্ভরভাবে নিজেদের পরিবার পরিচালনা করে আসছেন, যা সমাজের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
এই দিনটির তাৎপর্য আরও গভীর হয়ে ওঠে সন্ত সুরদাসের জীবনদর্শনের আলোকে। সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হয়েও তিনি ভক্তি যুগে এক অনন্য সাধক ও সংগীতজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তার আত্মনির্ভরতা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং অদম্য নিষ্ঠা আজও এই শিল্পীদের জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে বলে অনুষ্ঠানে উপস্থিতরা মত প্রকাশ করেন।
এদিন 'সক্ষম'-এর সদস্যরা শিল্পীদের সম্মাননা প্রদান করেন এবং তাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেন। শিল্পীদের জীবনসংগ্রাম, সাফল্যের গল্প এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে এই মতবিনিময় পর্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। উৎসাহ ও সংহতির উষ্ণ পরিবেশে দিনটি এক অনন্য উদযাপনে পরিণত হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দৃষ্টিহীন শিল্পীদের প্রতিভা, আত্মসম্মান ও দৃঢ়তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা সমাজে ইতিবাচক বার্তা বহন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আগরতলা রেলস্টেশনে ৬ কেজির বেশি গাঁজাসহ যুবক আটক

চড়িলাম, ২২ এপ্রিল: বুধবার দুপুর আনুমানিক ২টা নাগাদ আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের পার্কিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক যুবককে আটক করেছে রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। আরপিএফ পোস্ট আগরতলা এবং 'পে অ্যান্ড ইউজ' শৌচাগারের মধ্যবর্তী স্থান থেকে দেলোয়ার হোসেন (২৬) নামক ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয় বলে জানান আরপিএফ থানার ওসি রাজু ভৌমিক।
ধৃত দেলোয়ার হোসেনের বাড়ি সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন উরমাই এলাকার নুরুল হক চৌমুহনীতে। তিনি মৃত তাজুল ইসলামের পুত্র বলে জানা গেছে।
তল্লাশি চালিয়ে তার পিঠে থাকা ব্যাগ থেকে মোট ৬.০০৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়, যা নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য হিসেবে গণ্য। উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জিআরপি থানার ওসি।

চড়িলামে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে সূর্যমুখীর বাগান, দূরদূরান্ত থেকে লোকজনের ভিড়

চড়িলাম, ২২ এপ্রিল: এক সময়ে শান্ত কৃষি জমি এখন একটি ব্যস্ত পর্যটন কেন্দ্রে হয়েছে। কারণ সেখানকার প্রাণবন্ত সূর্যমুখীর বাগান রাজ্যজুড়ে এ পর্যটকদের আকর্ষণ করে চলছে। দূরবর্তী এলাকা যেমন জিরানিয়া ও মোহনপুরের দূর দূরান্ত থেকে সেই সোনালী ফুলগুলো দেখতে আসছেন,যা দ্রুতই সোশ্যাল মিডিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী খোলা আকাশের নিচে গর্ভের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ফুলের মাঝে ছবি, ভিডিও ও সেলফি তোলার জন্য উৎসুক হয়ে মাঠে ভিড় জমাচ্ছেন। এই মনোরম দৃশ্যাবলী বাগানটিকে আরো মনোরম করে তুলেছে।
বর্তমানে পরিমল চৌমুহনী থেকে ১০০ মিটার দূরে তিনটি সূর্যমুখী ফুলের বাগান করেছেন এক কৃষক। তার নাম চিত্তরঞ্জন মজুমদার। এই তিনটি বাগান থেকে সামনের দিকে ১০০ মিটার এর মধ্যে কৃষক সঞ্জীব দাস ও এই সোনালী, সূর্যমুখী ফুলের বাগান তৈরি করেছেন।
যার উদ্বোধনী চাষাবাদ পদ্ধতি অপ্রত্যাশিতভাবে তাদেরকে খ্যাতি এনে দিয়েছে। প্রত্যেক দর্শনার্থীর কাজ থেকে প্রবেশ মূল্য ১০ টাকা করে নেন। আর প্রতিটি সূর্যমুখী ফুল বড় আকারে ১০০ টাকা এবং ছোট আকারের ফুলগুলি ৫০ টাকা করে বিক্রি করছেন।
এই দুইজন কৃষক জানান সরকারিভাবে সহযোগিতা করেছেন কেভিআই উৎপল স্যার। তাদের এক টাকাও খরচ করতে হয়নি। সরকারিভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য এই দুইজন বেনিফিসারিকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন কৃষি কল্যাণ দপ্তর। সার, বীজ ও জলের সেচব্যবস্থা থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তবে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মতে কৃষকের জীবিকার রক্ষার জন্য প্রবেশ মূল্য চালু করা হয় ১০ টাকা। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরাই প্রথম চড়িলামে এ দুজন বেনিফিসারি কৃষক কৃষকদের সূর্যমুখী ফুল চাষ করার পরামর্শ দেন। যা চড়িলামকে একটি অবশ্য দর্শনীয় গন্তব্যে রূপান্তরিত করেছে এবং কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন কিভাবে গ্রামীন পর্যন্তের জন্য নতুন ধার উন্মোচন করতে পারে তা তুলে ধরেছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সামাজিক ন্যায় বিচার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে গত ২০ এপ্রিল জিলা পরিষদের সামাজিক ন্যায় বিচার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।
সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম জেলা আধিকারিক জানান, চলতি অর্থ বছরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক কার্যালয়ের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন সামাজিক হোম, বিদ্যালয় ও শিশু রক্ষণালয়গুলিতে অটল বায়ো অভ্যুদয় যোজনায় সমাজের প্রবীণ দুঃস্থ নাগরিকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান সহ প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার বিষয়ে আন্তঃ প্রজন্ম বন্ধনমূলক সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজিত হচ্ছে। এরমধ্যে গত ১৭ এপ্রিল জেলার নরসিংগড়স্থিত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল বৃদ্ধাশ্রমে এক দিনের আন্তঃ প্রজন্ম বন্ধনমূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বৃদ্ধাশ্রমের সমস্ত প্রবীণ আবাসিকগণ ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। সেইসাথে ১৫ জন শিক্ষার্থী তাদের গাইড শিক্ষকদের সাথে অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও প্রবীনদের মধ্যে অভিজ্ঞতা নিয়ে মতবিনিময় হয় এবং ক্যুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়।
এছাড়া সমাজে প্রবীণ নাগরিকদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া আশ্রমের আবাসিকদের মধ্যে বস্ত্র, মিষ্টি ও ফল বিতরণ করা হয়। এদিকে ১৮ এপ্রিল বড়জলাস্থিত আপনাঘর বৃদ্ধাশ্রমেও এই আন্তঃ প্রজন্ম বন্ধনমূলক সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে বড়জলা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অংশ নেন। সভায় ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি, জেলা কল্যাণ আধিকারিক প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

২৪ এপ্রিল থেকে বিশালগড়ে বৈশাখী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল: আগামী ২৪ এপ্রিল থেকে বিশালগড়ের নিউ মার্কেটস্থিত বিশালগড় এগ্রি প্রোডিউস মার্কেট প্রাঙ্গণে ৬ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা শুরু হচ্ছে। মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে শিল্পীগণ লোকগান, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশন করবেন। আজ এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে নারীমঙ্গল সিআরসি হলে সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় পুর পরিষদের কাউন্সিলার রতন দেব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমাভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য জীতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য স্বপন রায়,

ডুকলি ব্লকের ৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল: লোক ভবনে আজ সন্ধ্যায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নান্নু ডুকলি ব্লকের ৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, হাঁসপালন শুধু একটি ঐতিহ্যবাহী জীবিকাই, দারিদ্র দূরীকরণে একটি অন্যতম মাধ্যম। হাঁস পালনে কৃষি কাজের তুলনায় কম জমি প্রয়োজন। বেশি বিনিয়োগও করতে হয়না। তাই গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের জন্য এটি সময়োপযোগী একটি পেশা হয়ে উঠতে পারে। স্বসহায়ক দলের সদস্যদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে হাঁস পালনে উদ্যোগী হতে এবং এর মাধ্যমে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে রাজ্যপাল আহ্বান জানান।
পাঁচটি স্বসহায়ক দলকে ১০৭টি হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে টিআরএলএম-র সিইও তড়িৎ কান্তি চাকমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার বক্তব্য রাখেন। রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা এবং লোক ভবনের আধিকারিক ও কর্মীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষ (এভি) ফিস্টুলা সার্জিক্যাল ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল: বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে কিডনি রোগ ও রেনাল ফেইলিউরের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়ালাইসিস নির্ভর রোগীদের জন্য এ.ভি আর্টেরিওভেনাস)) ফিস্টুলা তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।
এই প্রেক্ষাপটে, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর র বি-মানিক সাহা (ডা) শেষ উদ্যোগে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ) ও জিবিপি হাসপাতালের উদ্যোগে এবং শিজা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় একটি বিশেষ এভি ফিস্টুলা ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পটি আজ থেকে শুরু হয়েছে চলবে আগামী ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ১০৫ জন রোগী স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে যেসব রোগী চিকিৎসাগতভাবে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন, তাদের পর্যায়ক্রমে এই ক্যাম্পে এভি ফিস্টুলা সার্জারি সম্পন্ন করা হবে। সম্ভব হবে এই উদ্যোগের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস রোগীদের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা রাজ্যের বাইরে রেফারেলের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে, রোগীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল রাজ্যের জনগণের জন্য উন্নত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিপাহিজলা জেলার ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল স্টোর ও সোনামুড়া (মেলাঘর) মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্য অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল: আজ স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মার নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধি দল সিপাহিজলা জেলার ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল স্টোর পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এসেনশিয়াল ড্রাগস লিস্ট-এ মজুত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। বিশেষ করে বর্তমান সুখা মরসুম এর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। পরিদর্শনকালে এসেনশিয়াল ড্রাগস লিস্ট -এর সমস্ত প্রয়োজনীয় ওষুধের পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।
পাশাপাশি এদিন স্বাস্থ্য অধিকর্তা সোনামুড়া (মেলাঘর) মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এখানে পরিদর্শনকালে বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, ইমার্জেন্সি, লেবার রুম, অপারেশন থিয়েটার, ওয়ার্ড, মেডিক্যাল স্টোর, ইমেজিং ও ডায়াগনস্টিক বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগের পরিষেবা প্রদান, মানবসম্পদ পরিস্থিতি এবং লজিস্টিক ব্যবস্থার বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন।

গ্রাহকের অভিযোগে বসুন্ধরা জুয়েলার্সে হানা, মিলল অনিয়ম

আগরতলা, ২২ এপ্রিল : ভোক্তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে বসুন্ধরা জুয়েলার্সে হঠাৎ অভিযান চালাল লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তর। এই অভিযানে গিয়ে একাধিক অনিয়মের সন্ধান পান দপ্তরের আধিকারিকরা। দোকানে ব্যবহৃত তিনটি ওজন মাপার মেশিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোনা-রুপোর গয়না বিক্রির ক্ষেত্রে ওজনের অনিয়ম নিয়ে একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন হঠাৎ করে দোকানে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন আধিকারিকরা। ওই দোকানে ব্যবহৃত তিনটি ওজন মাপার মেশিনের বৈধতার মেয়াদ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অন্তর এসব মেশিন যাচাই ও সিলমোহর করা বাধ্যতামূলক হলেও তা করা হয়নি। ফলে ওই তিনটি মেশিনই সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়।
এক আধিকারিক জানান, ভোক্তাদের অভিযোগ পাওয়ার পরেই আমরা পরিদর্শনে গিয়েছি। সেখানে গিয়ে এই অনিয়ম ধরা পড়ে। দোকান কর্তৃপক্ষকে দ্রুত মেশিনগুলো পুনরায় যাচাই করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে দপ্তর।

আজ ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে

আগরতলা, ২২ এপ্রিল: আজ ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন পরিচালিত এ বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবছর মোট ৪৭৩১ পরীক্ষার্থী রাজ্যের ১৫ টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসে। এদের মধ্যে ২০৮৬ জন ছাত্র এবং ২৬৪৫ জন ছাত্রী। জানা গেছে, আগামী মে মাসে ফলাফল প্রকাশ করা হতে পারে।
আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬০৪ জন পি.সি.এম. গ্রুপের জন্য, ২৬৬৬ জন পি.সি.বি. গ্রুপের জন্য এবং ১৪৬১ জন উভয় গ্রুপের জন্য আবেদন করেছে। এবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আটটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং বাকি সব জেলাতে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়েছে।
নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, সকাল ১১টা থেকে ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বেলা ১টা ৩০ মিনিট থেকে ২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত বায়োলজি এবং বিকেল ৩টা থেকে ৩টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ম্যাথমেটিক্স পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষা চলাকালীন সব কেন্দ্রেই কড়া নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখা হয় এবং কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, আগামী মে মাসে ফলাফল প্রকাশ করা হতে পারে।

কলমচৌরা থানার ঘটনা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা, কংগ্রেসের তীব্র আক্রমণ বিজেপির বিরুদ্ধে

আগরতলা, ২২ এপ্রিল: কলমচৌরা থানাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী এক সাংবাদিক সম্মেলনে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে "সুশাসন"-এর নামে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এবং পুলিশের ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে। অভিযোগ করা হয়, গত ১৮ এপ্রিল রাতে বক্সনগর বিধানসভা এলাকার কলমচৌরা থানায় এক অভিযুক্ত ব্যক্তি থানার ওসির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তা নাকচ করা হয়। এরপরেই সংশ্লিষ্ট বিজেপি বিধায়ক ফোনে ওসিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দেন বলে দাবি কংগ্রেসের। এই ঘটনার পর পাঁচ দিন কেটে গেলেও পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ বা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া না আসায় এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। তাদের দাবি, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের ওপর শাসক দলের প্রভাব বিস্তারের ফল। কংগ্রেস আরও অভিযোগ করে, অতীতে কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে অভিযুক্ত বিধায়ককে রক্ষার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে রাজ্যে অবৈধ নির্মাণ, নেশা কারবার ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়েও শাসক দলের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে দাবি করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিপন্ন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশের মধ্যেও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে।" তিনি রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এছাড়া, এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে সন্ত্রাস, সংঘর্ষ এবং জাতিগত বিভাজন তৈরির অভিযোগও তোলে কংগ্রেস। কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীর দাবি, রাজনৈতিক স্বার্থে পরিকল্পিতভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা এই সমস্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং রাজ্যে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন রক্ষায় আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

শ্বাসনালীতে সফল অস্ত্রোপচারে নতুন জীবন ফিরে পেল ১০ মাস বয়সী শিশু কন্যা

আগরতলা, ২২ এপ্রিল: জিবিপি হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফল অস্ত্রোপচারে এক শিশুকন্যা নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল খেলারছলে দুর্ঘটনাবশত গোমতী জেলার কাঁকড়াবন এলাকার বাসিন্দা অজয় শীলের ১০ মাস বয়সী শিশু কন্যা অর্পিতা শীলের মুখের ভেতরে একটি লেড বাল্ব চলে গিয়েছিল। তাতে হঠাৎ শিশুটির কাশি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির অভিভাবকরা শিশুটিকে দুপুর ১টা নাগাদ গোমতী জেলা হাসপাতাল নিয়ে আসেন।
সেখানে চিকিৎসকরা শিশুটির অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন। এদিনই বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট নাগাদ শিশুটিকে জিবিপি হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করা হয়। ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকগণ দ্রুত শিশুটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেন। তখন হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর (ডাঃ) বিপ্লব নাথ শিশুটির পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে শিশুটির ডান শ্বাসনালীতে বহিরাগত একটি বস্তু (সীসার বাল্ব) সম্পর্কে নিশ্চিত হন। তাই তিনি শিশুটির শারীরিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে শিশুটির শ্বাসনালী থেকে উক্ত বহিরাগত বস্তুটি অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শিশুটির শ্বাসতন্ত্র অত্যন্ত ছোট হওয়ায় ফলে এই বস্তুটি অপসারণ করা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে।
তখন ডিপার্টমেন্টের নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর (ডাঃ) বিপ্লব নাথের নেতৃত্বে উক্ত জটিল প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্য চিকিৎসকদের একটি টিম গঠন করা হয়।
এরপর সকলের প্রচেষ্টায় চিকিৎসকগণ ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে শিশুটির ডান শ্বাসনালী থেকে বহিরাগত বস্তুটি (সীসার বাল্ব) বের করতে সক্ষম হন। খুব কঠিন পরিস্থিতিতে অ্যানেস্থেসিয়া প্রদানের মাধ্যমে অত্যন্ত জটিলতার সাথে বিশেষজ্ঞ ইএনটি চিকিৎসকরা শিশুটির ডান শ্বাসনালী থেকে বহিরাগত বস্তুটি অপসারণ করেন। এরপর শিশুটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলে গতকাল ২১ এপ্রিল হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।
উক্ত অস্ত্রোপচারে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রফেসর (ডাঃ) বিপ্লব নাথের সাথে ছিলেন ডাঃ দেবলীনা দে, ডাঃ দীপশিখা ভট্টাচার্য, ডাঃ সুকুমার দেবনাথ, ডাঃ তন্ময় দেব ও ডাঃ বাগদত্তা পাল। উক্ত প্রক্রিয়ায় অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ চিরশ্রী চৌধুরী, অর্পিতা চৌধুরী, ডাঃ স্বপন দেববর্মা সহ ৩টি নার্স এবং ৩টি টেকনিশিয়ানরা। এই ধরনের গুরুতর অবস্থায় যখন শিশুটির প্রাণ সংশয় ছিল তখন রাজ্যের জিবিপি হাসপাতালেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বিনা খরচে এই ধরনের সফল অস্ত্রোপচারের সুফল লাভ করে শিশুটির জীবন ফিরে পাওয়ায় শিশুটির পরিবার-পরিজনেরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ও ধন্যবাদ জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 23-04-2026, 01:03